ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদ: ২ দিন

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি সহায়তা

বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার-বিডিপিসি

আর্থিক সহায়তা

ইউএন উইমেন

প্রাক-কথন

অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিপদাপন্ন বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষকে প্রায় প্রতি বছরই দারিদ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের ধরন ও মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে নারীরা এমনিতেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বিপদাপন্ন এবং নানাভাবে বৈষম্যের শিকার ও উপেক্ষিত হয়ে থাকে তার উপর দুর্যোগে এই নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। দুর্যোগে নারীর বিশেষ চাহিদা, মতামত, জীবনরক্ষা ও মর্যাদা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় ফলে নারীর জীবন আরো বেশী ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। অতীতের ঘটে যাওয়া দুর্যোগসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরাই সবচেয়ে বেশি দুরাবস্থা শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

অথচ এই এই নারী দুর্যোগ ঝঁকিহ্রাসে পূর্বে, দুর্যোগকালীন ও পরবর্তীতে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বিশাল অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু পরিবার ও সমাজে নারীর কাজের স্বিকৃতি মেলেনা। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ নেই। অনেক অগ্রগতি হলেও প্রকৃত পক্ষে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে নারীর সুরক্ষা, মর্যাদা জেন্ডার-সমতা ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ সহ বিভন্ন ক্ষেত্রে নীর অংশগ্রহণ থাকলেও সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত উপেক্ষিত হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ সরকার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বদ্ধপরিকর। সরকার গৃহিত নানা পদক্ষেপের ফলে বিগত এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এটি বিশ্বব্যাপী প্রসংশিত হয়েছে। 'এসডিজির'[লক্ষ্য অর্জনে গ্রহণ করেছে নানা পদক্ষেপ। নারীর ক্ষমতায়নে জন্য প্রণিত পলিসি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই অবস্থার একটি গুনগত পরিবর্তন সূচনার জন্য বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ এর ইউএন উইমেন, ইউএনডিপি এবং ইউএনওপিএস যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন করছে "ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম(এনআরপি)। এই কর্মসূচি/প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে- নারী -পুরুষ বালক- বালিকাদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, তাদের টেকসই জীবন মান ও সক্ষমতা উন্নয়নে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করা।

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টংমেন্ট অব উইমেন এ্যফেয়ার্স এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ডিপার্টমেন্ট অব উইমেনকে টেকনিকাল সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়াডসে সেন্টার- বিডিপিসি।

ন্যাশনাল রেজিরিয়েন্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন এ্যফেয়ার্স এর নেতৃত্বে। বিডিপিসি ডিএমসি, সিপিপি ও এফপিপি সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সম্প্রতি এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বিডিপিসি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেলা , উপজেলা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রস্তুতি ভলেন্টিয়ারদের জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন, যাতে তারা নারীর চাহিদা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ মডিউল এর গুরুত্ব অপরিসিম। এই মডিউলটি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণের প্রণীত হয়েছে। এই মডিউল ইউডিএমসি সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ককে সাহায্য করবে এবং আশা করি এই মডিউলে সন্নিবেশিত বিষয়গুলো জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে

বিষয় বিন্যাস

অধিবেশন : কোর্স ম্যানুয়াল.. ১-৫

- কোর্সের ভূমিকা
- কোর্সের উদ্দেশ্য
- কোর্সের বিষয়বস্তু
- কোর্সের অংশগ্রহণকারী
- অধ্যয়ন ও শিখন পদ্ধতি

অধিবেশন-১: জেন্ডার ধারনা ও প্রেক্ষিত ৬-১৩

১.১. পরিবার ও সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা/ অবদান
১.২. উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা/ অবদান
১.৩. জেন্ডার ধারণা, উন্নয়ন ও জেন্ডার
১.৪. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার

অধিবেশন-২: নারী পুরুষের জীবনে জেন্ডার প্রভাব ১৪-২১

২.১. দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটেনারীর কাজ ও কাজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি
২.২. স্বাভাবিক ও দুর্যোগের প্রেক্ষিতে নারীর মতামত/অংশগ্রগণ সম্পর্কীত অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা
২.৩ স্বাভাবিক ও দূর্যোগ জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান
২.৪ সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধীকার
২.৫ পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, সহিংতা

অধিবেশন-৩ঃ দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২২-৩২

৩.১. জেন্ডার প্রেক্ষপটে দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা
৩.২.জলবায়ু পরিবর্তন, রেজিলিয়েন্সের ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব
৩.৩. দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা
৩.৪. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর নেতৃত্ব ও প্রতিবন্ধকতা

অধিবেশন - ৪ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারী নেতৃত্ব ৩৩-৩৯

৪.১ . জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট
৪.২ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি
৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব

অধিবেশন-৫: নারী নেতৃত্ব বিকাশে ও প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণে সরকারী নীতিমালা ও আইন ৪০-৪৭

৫.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২
৫.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
৫.৩ নারী উন্নয়ন নীতিমালা
৫.৪ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ নীতিমালা ২০১১
৫.৫ সরকারী স্থায়ী আদেশাবলী, জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা ২০১৯

অধিবেশন-৬ : এসওডি'র প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটির দায়িত্ব ৪৮-৫৪

৬.১ ইউডিএমসির বর্তমান কার্যাবলী, জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অন্তরায়/ প্রতিবন্ধকতা
৬.২ জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কমিটির ভূমিকা
৬.৩ সিবিও সহ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কৌশল

অধিবেশন-৭: কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ৫৫-৫৬
৭.১. কমিটি ও ব্যক্তি পর্যায়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

কোর্স পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপনী ৫৭-৫৮

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন যাতে অংশগ্রহণকারীগণ বিষয়টি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার ও সমাজে নারী- পুরুষের ভূমিকা ও অবদান এবং নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন;
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন এবং নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় নীতিমালা প্রস্তাবিত করণীয় সম্যক ধারণা লাভ করবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কমিটির সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

মডিউল ও অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য

মডিউল ব্যবহারকারী

দক্ষ/টিওটি প্রাপ্ত প্রশিক্ষক।

কোর্সের অংশগ্রহণকারী

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সামগ্রী, আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে সৃজনশীল চিন্তা করা, দলবদ্ধ আলোচনা, মতামত বিনিময় এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সামর্থ, অভিজ্ঞতা, সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা কওে অধিবেশনসমূহ পরিচালনার জন্য খেলা, প্রদর্শন, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, কেস স্টাডি, দলয় আলোচনা, গ্যালারি ভিজিট, অভিজ্ঞতা বিনিময় এর মত কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। কার্যকর প্রশিক্ষণ পরিচালনার সার্থে সহায়ক সময় পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন।

উপকরণ

আলোচ্য বিষয়ের হ্যান্ডনোট, ছবি, কেস, পোস্টার, মাসকিন টেপ, বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপ শীট।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অধিবেশনের পূর্বে

- অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।
- উপযোগী কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে অধিবেশন শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই অধিবেশন কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশ, অর্ধ বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও নারী পুরুষের জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী অধিবেশনে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন: ফাইল/সাদা কাগজ/নামের কার্ড/কলম/পোস্টার কাগজ/মার্কার/বোর্ড/স্টেপলার/পাঞ্চিং মেশিন/ডাস্টার/স্কচ টেপ/মাস্কিং টেপ/ক্লিপ/পিন ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিতির স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরি করা।
- অংশগ্রহণকারীদের নামের কার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা তারা অধিবেশনে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন– অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পূর্ব প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য অধিবেশন সহায়িকা সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত সব তথ্যাদি ভালভাবে পড়ে দেখা এবং অধিবেশনের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী উপকরণ প্রণয়ন করা।

অধিবেশন চলার সময়

- অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট আগে সহায়কের কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথা সময়ে অংশগ্রহণকারীদের কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড/পোস্টার পেপার/মার্কার/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর/সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা এবং তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

- অধিবেশন পরিচালনার সময় সহায়ক তথ্য পড়া থেকে বিরত থাকা (এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে)।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস/সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পুনঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

অধিবেশনের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অধিবেশনের তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- অধিবেশন প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো।
- নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যক্রম ফলো-আপ করা।
- ব্যক্তি ও সংস্থা উভয় দিক থেকেই মতামত নেয়া।

ম্যানুয়াল ব্যবহার বিধি

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই পুরো ম্যানুয়ালটি ভালভাবে পড়ুন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়/উদ্দেশ্য/পদ্ধতি ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা আত্মস্থ করে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন প্রয়োজনে বিষয় বস্তুর উপর নোট নিন এবং কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে ও প্রাণবন্ত হবে, সেইভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করুন।
- অপ্রাসঙ্গীক বা বিতর্কীত কোন উদহারণ বা গল্প আলোচনার ভিতর প্রবেশ বা উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকুন।

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সময়কাল- ২ দিন

দিন- ১

অধিবেশন	সময়	বিষয়
অধিবেশন-	০৯:৩০-১০:৩০	**উদ্বোধন ও কোর্স পরিচিতি**
	১০:৩০ -১০:৪৫	চা বিরতি
অধিবেশন-১	১০:৪৫- ১২:১৫	**জেন্ডার ধারনা ও প্রেক্ষিত** • পরিবার ও সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা/ অবদান • উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা/ অবদান • জেন্ডার ধারণা, উন্নয়ন ও জেন্ডার • সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার
অধিবেশন-২	১২:১৫- ০১:৩০	**নারী পুরুষের জীবনে জেন্ডার প্রভাব** • দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটেনারীর কাজ ও কাজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি • স্বাভাবিক ও দুর্যোগের প্রেক্ষিতে নারীর মতামত/অংশগ্রগণ সম্পর্কীত অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা • স্বাভাবিক ও দূর্যোগ জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান • সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধীকার • পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, সহিংতা
	০১:৩০- ০২:৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি
অধিবেশন- ৩	০২:৩০-০৩:৩০	**দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারী ও পুরুষের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা** • জেন্ডার প্রেক্ষপটে দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা • জলবায়ু পরিবর্তন, রেজিলিয়েন্সের ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব • দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা • দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর নেতৃত্ব ও প্রতিবন্ধকতা
	০৩:৩০- ০৩:৪৫	চা বিরতি
অধিবেশন	০৩:৪৫-০৪:৪৫	পূর্ববর্তী অধিবেশন চলমান
	০৪:৪৫-০৫:০০	দিনের উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্তর
২য় দিন অধিবেশন	০৯:০০- ০৯:৩০	**পূর্বদিনের কার্যবলী পর্যালোচনা**
অধিবেশন -৪:	০৯:৩০-১০:৪৫	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারী নেতৃত্ব** • জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট

অধিবেশন	সময়	বিষয়
		• জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব
	১০:৪৫-১১:০০	**চা বিরতি**
অধিবেশন-৫	১১:০০- ১১:৩০	**নারী নেতৃত্ব বিকাশে ও প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণে সরকারী নীতিমালা ও আইন** • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা • আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ নীতিমালা • সরকারী স্থায়ী আদেশাবলী ও আদেশাবলীতে জেন্ডার বিষয় নির্দেশনা • নারী উন্নয়ন নীতিমালা
অধিবেশন -৬	১১:৩০- ০১:৩০	**এসওডি'র প্রেক্ষিতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটির দায়িত্ব** • ইউডিএমসির বর্তমান কার্যাবলী, জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অন্তরায়/ প্রতিবন্ধকতা • জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কমিটির ভূমিকা • সিবিও সহ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কৌশল
	০১:৩০- ০২:৩০	**মধ্যাহ্ন বিরতি**
অধিবেশন -৫	০২:৩০-০৩:০০	পূর্ববর্তী অদিবেশন চলমান
	০৩:০০-০৩:১৫	চা বিরতি
অধিবেশন -৬	০৩:১৪-০৪:০০	**কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন** • **কমিটি ও ব্যক্তি পর্যায়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন**
অধিবেশন-১২	০৪:০০-০৫:০০	**কোর্স পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপনী**

প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উদ্দেশ্য : এর মাধ্যমে

- প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হবে;
- প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি প্রত্যাশা করে তা বলতে পারবে;
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বলতে পারবে;
- প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব ধারণা নিরূপণ সম্ভব হবে;
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী তৈরি করতে পারবে;
- জড়তামুক্ত প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরি হবে।

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	উদ্বোধন, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা	বক্তৃতা, খেলা	বিভিন্ন রঙের বেলুন	৩৫ মিনিট
০২	প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য	প্রদর্শন, আলোচনা	উদ্দেশ্য লিখিত, পোস্টার	২০ মিনিট
০৩	প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী	প্রশ্নপত্র পূরণ ও আলোচনা	ধারণা যাচাই প্রশ্ন ও পোস্টার পেপার	০৫ মিনিট

পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: উদ্বোধন, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা **৩৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা জানান;
- কোন অতিথি থাকলে তাকে ২/৩ মিনিট উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করুন;
- বক্তব্য শেষে সবাই মিলে করতালি দিয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা করুন;
- এরপর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে রঙিন বেলুন দিন এবং তা ফুলিয়ে বাঁধতে বলুন;
- বেলুন ফোলাতে ও বাধা শেষ হলে সবাইকে বলুন, আমরা এখন নিজের বেলুনটি রক্ষা করে অন্যেরটি ফাটানোর চেষ্টা করবো এবং শেষ পর্যন্ত যিনি নিজের বেলুনটি রক্ষা করতে সক্ষম হবে তিনি হবেন এই খেলার বিজয়ী;
- এরপর সকলকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে বলুন;
- খেলা শেষে প্রত্রেককে একে একে নিজের পরিচয় দিতে বলুন এবং এই প্রশিক্ষণ থেকে কী কী বিষয় শিখতে চায় তার একটি বিষয় বলতে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদের বলার বিষয়টি পোস্টারে লিপিবদ্ধ করুন;
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশায় যদি জেন্ডার, জেন্ডার রেসপনসিভ, দুর্যোগে নারীদের বিশেষ চাহিদা, অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো না আসে তাহলে বিষয়গুলো উল্লেখ করে তা আলেচনার প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চান;
- অংশগ্রহণকারীগণ সম্মতি দিলে ভাল, না দিলে বিষয়গুলো আলোচনায় আনতে যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করে তাদের সম্মতি আদায় করুন এবং এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রত্যাশায় যুক্ত করুন।

ধাপ- ২: প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য **২০ মিনিট**

- প্রত্যাশা নিরূপণ শেষে উদ্দেশ্য লিখিত পোস্টার টাঙিয়ে দিন।
- এরপর দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ সূচি বর্ণনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মিল আছে কিনা মিলিয়ে দেখতে বলুন।
- অতিরিক্ত কোন প্রত্যাশা থাকলে তা আলোচনার আশ্বাস দিন;
- সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই ফরমেট ও এর নির্দেশনা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের বিষয় সম্পর্কে বর্তমান ধারণা যাচাই করুন;

ধাপ- ৩: প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী **০৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রশিক্ষণটি সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলা দরকার।
- একে একে নিয়মসমূহ শুনুন ও পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করুন।
- প্রশিক্ষণ শুরু ও শেষ করার সময় বলে দিন।
- নিয়মাবলী লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী লিখিত পোস্টার প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে দিন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ কোর্সেও লক্ষ্য

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন, যাতে অংশগ্রহণকারীগণ এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার ও সমাজে নারী- পুরুষের ভূমিকা ও অবদান এবং নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন;
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন এবং নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় নীতিমালা প্রস্তাবিত করণীয় সম্যক ধারণা লাভ করবেন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- এসওডি জেন্ডার নির্দেশনা অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কমিটির সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী

- অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
- আলোচনা ও দলীয় কাজে মতামত প্রকাশ করা;
- নীরব অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় করা;
- সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাই শিখব এমন মনোভাব তৈরি করা;
- একে একে কথা বলা;
- অন্যকে বলার সুযোগ করে দেয়া;
- বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা;
- না বুঝলে প্রশ্ন করা;
- প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা;
- সময়মত উপস্থিত হওয়া;
- মোবাইল ফোন নিরব রাখা;
- সব অংশগ্রহণকারীকে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করা;

প্রশিক্ষণ পূর্ব/ প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই পত্র

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারীঃ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য

পূর্ণমান-১০০

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন	সঠিক	সঠিক নয়	জানিনা
১	জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের সমতা			
২	সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনযোগ্য নয়			
৩	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা			
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পুরুষের চেয়ে নারীর উপর বেশী পড়ে			
৫	দুর্যোগ ব্যবস্থা হলো দুর্যোগ মোবাবেলার সক্ষমতা হলো রেজিলিয়েন্স			
৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী নিজেই অন্তরায়			
৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব বাস্তবভিত্তিক নয়			
৮	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কমিটির দায়িত্ব হলো সেবা সামগ্রী যথাসময়ে নারীর কাছে পৌছে দেয়া			
৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণের চাইতে তাদের সুরক্ষা করা বেশী জরুরি			
১০	দুর্যোগে বর্তমান প্রদেয় ত্রাণ সামগ্রীর বাহিরে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়			

সহায়কের জন্য নির্দেশনাঃ

উপরোক্ত প্রশ্নপত্রের অনুরূপ একটি প্রশ্নপত্র পূর্বেই পোস্টার পেপারে তৈরি করে রাখুন। অধিবেশনে এই পর্বটি পরিচালনার সময় হলে পোস্টারটি বোর্ডে টানিয়ে দিন। একটি একটি করে প্রশ্ন উপস্থাপন করুন। বিষয়টি যারা সঠিক মনে করেন তাদের সংখ্যা হিসেব করে 'সঠিক লেখা' কলামে বসিয়ে দিন, আর যারা সঠিক মনে করেন না তাদের সংখ্যা এবং যারা জানেনা তাদের সংখ্যাটিও হিসেব করে নির্ধারিত কলামে বসান। একই প্রক্রিয়ায় সবগুলো বিষয়েই অংশগহণকারীদের মতামতভিত্তক সংখ্যা লিখুন।

অধিবেশন- ০১
জেন্ডার ধারনা ও প্রেক্ষিত

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারবেন;

- পরিবার, সমাজ, উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা/ অবদান
- জেন্ডার ধারণা, উন্নয়ন ও জেন্ডার
- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
১	পরিবার, সমাজ, উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী- পুরুষের ভূমিকা/ অবদান	চার্ট তৈরি, প্রদর্শন ও আলোচনা	নারী পুরুষের ভূমিকা লিখিত বিভিন্ন রঙের কার্ড/ছবি, ব্রাউন শীট, আঠা, বোর্ড ও মার্কার	৩৫ মিনিট
২	জেন্ডার ধারণা, উন্নয়ন ও জেন্ডার,	প্রশ্ন উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	ব্রাউন শীট মার্কার, জেন্ডার, উন্নয়ন ও জেন্ডার ধারণা লিখিত পোস্টার	৩০ মিনিট
৩	সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপ শীট, মার্কার, বিষয় ভিত্তিক হ্যান্ড নোট	২০ মিনিট
৪	শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপসীট ও মার্কার	৫ মিনিট

ধাপ- ১ : পরিবার, সমাজ, উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী- পুরুষের ভূমিকা/ অবদান সময় : ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন;
- এরপর বলুন, আমরা প্রথমে দেখবো আমাদের পরিবার, সমাজ, উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী- পুরুষ কী ধরনের ভূমিকা পালন বা অবদান রাখেন;
- পূর্বে প্রস্তুতকৃত নিম্নোক্ত নমুনা ছক অনুযায়ী ব্রাউন শীট অর্ধবৃত্তকারে বসা অংশগ্রহণকারীদের মাঝখানে একটি টেবিলে বিছিয়ে দিন;

পরিবার, সমাজ, উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী- পুরুষের ভূমিকা/ অবদান

পরিবার	নারীর ভূমিকা	পুরুষের ভূমিকা
সমাজ		
উন্নয়ন		
দুর্যোগ প্রস্তুতি		

- এরপর সকল কে টেবিলের চারপাশে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে অনুরোধ করুণ এবং অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা লিখিত কার্ডের/ ছবির টুকরো গুলো প্রদান করে প্রদর্শিত ছকে যেটি যে স্থানের জন্য যোট প্রযোজ্য সেটি নিজেদের মধ্যে আলাচনা করে সেখানে গাম দিয়ে লাগাতে বলুন;
- সঠিক স্থানে স্থাপনের জন্য প্রথমে গাম ছাড়া লাগিয়ে কার্ড/ ছবি গুলো ভূমিকা অনুযায়ী যথাযথ স্থানে স্থাপিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখে তারপর গাম দিয়ে লাগাতে পারেন;
- নারী পুরুষের ভূমিকা গুলো উল্লেখ করে নারীরা যে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের শ্রম, বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা দিয়ে পরিবার, সমাজ, উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে বিশাল অবদান রেখে চলেছে তা প্রতিষ্ঠিত করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন,

ধাপ- ২ জেন্ডার ধারণা, উন্নয়ন ও জেন্ডার **সময় : ৩০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে অধিবেশনে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- জেন্ডার ও সেক্স শব্দ দুটি সবার কাছে পরিচিত কিনা জানতে চান;
- এরপর যাদের কাছে শব্দগুলো পরিচিত তাদের কাছে প্রশ্ন করুন- জেন্ডার ও সেক্স বলতে কি বোঝায়?
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে জেন্ডার এবং সেক্স সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করুন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের ধারণা আরো স্পষ্ট করতে পূর্ববর্তী ধাপের ভূমিকা নিরুপণের চার্ট প্রদর্শন ও এর সুত্র ধরে বলুন, একটু আগে আমরা পরিবার, সমাজ ও উন্নয়নে নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ করেছি এবং এই কাজগুলিকে এমনভাবে বিন্যাস করেছি যা দেখলে বোঝা যায় নারীর কাজ ঘরে, আর পুরুষের কাজ বাহিরে। অথচ নারী-পুরুষের এই ভুমিকার পরিবর্তন হতে পারে;
- নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্য ছাড়া প্রায় সবগুলি কাজ যে নারী পুরুষ উভয়েই করতে পারে এবং করছে তা ব্যাখ্যা করুন এবং বলুন, যে কাজ বা ভুমিকাগুলি পরিবর্তনশীল সেগুলিকে জেন্ডার বৈশিষ্টের মধ্যে আমরা ধরতে পারি;
- উন্নয়ন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহ এবং এ বিষয়ে সবার ধারণা স্পষ্ট করে সহায়ক তথ্যের আলোকে উন্নয়ন ও জেন্ডার সম্পর্ক ও এর গুরুত্ব নিয়ে আলেচনা করুন; অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করতে সহজ ও বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ দিন।

ধাপ-০৩ : সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার **সময় : ২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন, আমরা পরিবার, সমাজ ও উন্নয়নে নারী-পুরুরষের ভূমিকা বিশ্লেষণ এবং জেন্ডার সম্পর্কীত আলোচনায় বলেছি, জেন্ডার হলো সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী পুরুষের সম্পর্ক বা ভূমিকাগত পার্থক্য যা পরিবর্তনযোগ্য। এখন আমরা দেখবো একটি সমাজে সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় কিভাবে নারী পুরুষের ভূমিকা বা জেন্ডার সম্পর্ক নির্ধারণ হয় এবং এই কাজের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য কারা তৈরি করে?
- এরপর সামাজিকীকরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দিয়ে সহায়ক তথ্যের আলোকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের ভূমিকা, সম্পর্ক কিভাবে রচিত হয় এবং জেন্ডার ধারণাটি গড়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করুন;
- অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করতে পরিবার ও সমাজ থেকে উদাহরণ দিন।

ধাপ- ৪ : শিখন যাচাই **সময় : ০৫ মিনিট**

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন। এক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতাা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ করতে গিয়ে নারীরা সকল ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করুন:
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ১ : জেন্ডার ধারনা ও প্রেক্ষিত

১.১ পরিবার, সমাজ ও উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী- পুরুষের ভূমিকা/ অবদান

ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	
	নারী	পুরুষ
পরিবারে নারীর পুরুষের ভূমিকা	• সন্তান পালন • রান্না • কাপড় ধোয়া • ঘর, বাড়ী, আঙ্গিনা পরিচ্ছন্নতা • শাক সবজি, ফসল উৎপাদন • ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ • মৎসচাষ • গবাদী পশু পরিচর্যা, পালন • হাঁস- মুরগী, ছাগল পালন • জ্বালনি সংগ্রহ • হাতের কাজ • বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা • ফসল বীজ সংরক্ষণ • সঞ্চয় করা • জরুরি নথি পত্র সংগ্রহ • হাট বাজাওে নিজের পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা • পরিবারের বিপদ আপদ শক্তভাবে মোকাবেলা করা • পানি সংগ্রহ • পানি প্রযুক্তি ও টয়লেট সংরক্ষণ ও পরিষ্কার করা	• ফসল উৎপাদন • প্রক্রিয়াজাতকরণ • হাট বাজারে বিক্রি • পশু পালন • হাট বাজার করা • সিদ্ধান্ত গ্রহণ • খাদ্য সংগ্রহ
সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা	• বিবাহ বাড়ির কাজ • মৃত বাড়ি • প্রসূতি সেবা • সামাজিক অনুষ্ঠান • ধর্মীয় কাজে সহায়তা করা	• বিচার-সালিশে অংশ নেয়া • বিয়ে শাদিতে অংশ নেয়া • বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উদ্যোগে অংশ নেয়া • ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ • আনন্দ বিনোদনমূলক কাজে অংশ নেয় • হাট বাজারে যায় • স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে চলাচল করে • সিদ্ধান্ত নেয়, অর্থ খরচ করতে পারে • বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চাঁদা দেয়

<table>
<tr><th rowspan="2">ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র</th><th colspan="2">কার্যক্রম</th></tr>
<tr><th>নারী</th><th>পুরুষ</th></tr>
<tr><td>উন্নয়নে নারী পুরুষের ভূমিকা</td><td>• কৃষি কাজে/ চাষের কাজে নারীরা সরাসরি অংশগ্রহণ
• কলকারখানায় নারীদের অংশগ্রহণ
• প্রযুক্তি ব্যবহারে অংশগ্রহণ
• দেশ রক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ
• হাসপাতালে সেবা দেয়
• অফিস আদালতে
• গবেষণা মূলক কাজ করে
• পোশাক শিল্পে ৯০ ভাগই নারী অবদান রাখছে
• স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ
• রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
• ব্যাবসা বানিজ্য
• পরিবহন</td><td>• ফসল চাষ করে
• মিল, কল কারখানায় চাকুরী করে
• ব্যাবসা বানিজ্য করে
• অফিস আদালতে চাকুরী করে
• বিভিন্ন সেবা মূলক কাজে জড়িত
• পরিবহন খাতে ভূমিকা রাখে
• স্বাধীনভাবে বাজনৈতিক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে
• পশু পাখি পালন করে
• মতামত প্রদান করে
• সিদ্ধান্ত দেয়
• স্বাধীনভাবে বিনিয়োগ করতে পারে
• পরিবারের সকল উন্নয়ন কাজে প্রাধান্য বিস্তার করে
• জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে</td></tr>
<tr><td>দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারীর ভূমিকা</td><td>দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য আমাদেও নারীরা নিরবে এই গুরুত্বপূর্ন কাজগুলো করে আমাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে থাকে। আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বাংলাদেশকে দুর্যোগব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসাবে অবিহিত করা হয়। একাজের সিংহভাগ কৃতিত্বই আমাদের নারীদের। আমাদের নারীরা দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো-

• জ্বালানী ও শুকনো খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি, খই, গুড় এবং পানি সংরক্ষণের পাত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ
• রান্নার জন্য উঁচু স্থান করা
• বাড়ির চারপাশে বৃক্ষরোপন
• আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভালোভাবে গুছিয়ে রাখা
• গবাদি পশুর খাবার সংরক্ষণ
• সঞ্চয় করা
• চুলা তৈরি করে রাখা
• জ্বালানি সংগ্রহ করে রাখা
• হাঁস-মুরগী, পশুপাখির ঘর নির্মান/ উঁচু করা
• বীজ ফসল সংরক্ষণ করা
• প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাবার স্যালাইন হাতের</td><td>• সতর্ক বার্তা শোনে
• পরিবারে সকলকে সতর্ক করে
• ঘরবাড়ী উচু করে
• আশ্রয় কেন্দ্রে যায়
• পরিবাওে নারীদের নির্দেশনা দেয়
• সেবা গ্রহণ করতে যায়</td></tr>
</table>

ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	
	নারী	পুরুষ
	কাছে রাখা • আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ • আশ্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নেয়া	

আমরা যদি নারী পুরুষের এই কাজগুলো বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এখানে এমন কোন কাজ কি রয়েছে যা পুরুষ পারলে নারী পারবে না কিংবা নারী পারলে পুরুষ পারবে না ? কাজ গুলিকে আমরা এমনভাবে বিন্যাস করেছি যা দেখলে বোঝা যায় নারীর কাজ ঘরে, পুরুষের কাজ বাহিরে। অথচ এই কাজ ও ভুমিকার পরিবর্তন হতে পারে। নারী-পুরুষের শারিরীক বিভাজনের কারণে কয়েকটি কাজের পার্থক্য রয়েছে যেমন নারী সন্তান জন্মদান করতে পারে, সন্তানকে দুগ্ধ দান করতে পারে যা পুরুষ পারবে না। কিন্তু সন্তানের লালন-পালনের কাজ গুলি কিন্তু পুরুষ করতে পারে, অথচ শুধু সন্তান লালন-পালনের জন্য নারীকে দায়িত্ব প্রদানের ফলে নারী উৎপাদন বা আয়-মুলক কাজে বেশীর ভাগ সময় অংশগ্রহন করতে পারছে না। নারীকে সমাজে দুর্বল অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা সত্য নয়, এসব কারণে দুর্যোগে নারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশী কারণ পরিবার ও সমাজে নারী একক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না

১.২ জেন্ডার ধারণা, উন্নয়ন ও জেন্ডার

জেন্ডার শব্দটি নিয়ে কাজ শুরু করেন সত্তর দশকের একজন সমাজ বিজ্ঞানী এন ওকলে। জেন্ডার বলতে আমরা ছোট বেলা শিখেছি লিঙ্গ, যার ব্যাখা ছিলো জেন্ডার তিন প্রকার যথা পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লিব লিঙ্গ। কিন্তু এন ওকলে এই ধারণার বাহিরে গিয়ে আলোচনা করেছেন। যখন আমরা স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লিব লিঙ্গ বলি তখন একজন মানুষের শারিরীক ও যৌন পরিচয় সামনে চলে আসে। অন্যদিকে জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে- নারী ও পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত এবং এটি নারী-পুরুষের এই জৈবিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিকে সামনে নিয়ে। একজন নারী কিংবা পুরুষের জৈবিক কাজ গুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক যেমন, সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া, দুগ্ধদান এবং বৈশিষ্ট গুলি সাধারণ চোখে যা দেখতে পাই তা হচ্ছে পুরুষের মুখে দাড়ি গজায় অথচ নারীর তা হয় না। নারীর শরিরে সন্তান জন্মদান থলি থাকে, পুরুষের থাকে না। তাই জেন্ডার পরিভাষাটি এখন আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি কারন জেন্ডার শব্দটির সরাসরি কোন বাংলা অর্থ নেই যা এন ওকলে বোঝাতে চেয়েছেন। সেই কারনে বলা হয়, *জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক সংজ্ঞা। সেক্স হচ্ছে মানুষের শারিরীক বৈশিষ্টকে বোঝায় যা জৈবিক ও পরিবর্তশীল নয়। অথচ জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট যা সামাজিক, পারিবারিক, স্থান কাল ভেদে পরিবর্তনশীল।*

সন্তান জন্মদানে নারী-পুরুষের ভুমিকা রয়েছে, সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর দুগ্ধদান নারীর প্রকৃতিগত ভুমিকা রয়েছে কিন্তু সন্তান লালন-পালন যেমন সন্তানের পরিচর্যা কিন্তু নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা নেই। সমাজ এই কাজটি নারীর উপর আরোপিত করেছে। এছাড়াও পরিবারে রান্না করা, বয়স্ক সদস্যদের সেবা করা, কাপড় ধোয়া, পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ গুলি কিন্তু নারী-পুরুষের কোন প্রাকৃতিক দায়িত্ব না, এগুলি যে কেউ করতে পারে কিন্তু সমাজে এই কাজগুলি নারীর জন্য নির্ধারিত। মেয়েরা চুল বড় করবে, ছেলেদের চুল ছোট হবে, অথচ দুজনে চাইলে চুল ছোট বড় রাখতে পারে এবং সমাজে এখন এর অনেক উদহারণ পাওয়া যা। মেয়েরা ঘরে থাকবে কিন্তু ছেলেরা বাহিরে যাবে এগুলি কিন্তু প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা না কিন্তু সমাজ তা নির্ধারন করে দিয়েছে। সেই কারণে আমরা নারী বা পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্ম নিয়ে সামাজিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষ হিসেবে বড় হতে থাকি এবং আচার আচরণ গুলিও সেই ভাবে করতে থাকি। নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ভুমিকা কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য না অথচ সমাজ প্রদত্ত ভুমিকা ও আচরণ গুলি কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য। এই পরিবর্তন গুলি শ্রেনী, অর্থনৈতিক অবস্থা, বয়স, বর্ন, স্থান, কাল এবং সংস্কৃতির সাথে সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে পুরুষদের জন্য যে ধরণের ড্রেস প্রচলিত রয়েছে যেমন প্যান্ট, শার্ট ইত্যাদি অথচ পৃথিবীর অনেক দেশে নারীরা প্যান্ট, শার্ট পরিধান করছে নিয়মিতভাবে। পুরুষ

চাকুরি করে, ঘরের বাহিরে গিয়ে কাজ করে, আয় করে কারণ তার বাহিরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে, বাহিরে যাওয়ার সামাজিক অনুমোতি রয়েছে, বাহিরে গিয়ে সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। সকল নারী তাহলে কেন বাহিরে গিয়ে কাজ করছে না? প্রাকৃতিক কারণ গুলি কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরীর করলেও মুল কারণ গুলির অন্যতম হচ্ছে সামাজিক ভাবে নারীর জন্য নির্ধারণকৃত ভুমিকা যা পালনের জন্য লেখাপড়া করার চেয়ে রান্না করার দক্ষতা প্রয়োজন, সেবা করার দক্ষতা প্রয়োজন যেটা পরিবার থেকেই পাওয়া যায়। তাই একসময়ে মেয়েদের লেখাপড়ার উপর জোর দেয়া হতো না। এখন দেয়া হলেও প্রাথমিক ধারণার বদল হয় নাই, মনে করা হয় শিক্ষিত মেয়ে হলে সন্তানকে লেখাপড়া করাতে পারবে। যেহেতু নারীকে সামাজিক ভাবে পরিবারের আভ্যন্তরে আমরা দেখতে অভ্যস্থ, তাই নারীর ভূমিকাকে আমরা সব সময় গৃহে মধ্যে দেখতে বেশী পছন্দ করি। এর ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকছে অন্যর উপর। এভাবেই সমাজে নারীর জন্য অধঃস্তন ভুমিকা নির্ধারণ হয়ে যায়।। পাশাপাশি পরিবারের কাজ গুলি যেহেতু উপৎপাদনমুলক নয় কিংবা আর্থিকভাবে মুল্যায়িত না সেই কারণে নারীর পারিবারিক কাজ গুলিকে কাজ হিসেবে গন্য করা হয় না। অথচ নারী কৃষির প্রায় ৬৫ ভাগ কাজ বাড়ির মধ্যে থেকে সম্পাদন করছে অথচ সেগুলিকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎপাদনমুলক কাজ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে না।

বর্তমান উন্নয়ন-আদর্শ ও কার্যক্রমের উপর জেন্ডার কোন প্রকার আরোপিত বিষয় নয় কিংবা দুর্যোগ বিশ্লেষণ ও ত্রান তৎপরতায় কোন চাপানো বিষয় নয়। এটিকে এই কারণে আলাদা কোন ইস্যু হিসেবে পরিকল্পনা ও কর্মসুচীতে চিহ্নিত করা যাবে না। এটি একটি প্রেক্ষিত, একটি সমস্যা বিশ্লেষনের পথ, মানুষ ও সমাজের বিচার ও ন্যায্যতা নিয়ে আমাদের উপলদ্ধি মাত্র। এই উপলদ্ধির মাধ্যমে জানা যায় সামাজিক ভাবে নারী কতটুকু এবং কিভাবে অন্যায্যতার শিকার, উন্নয়নের সুফল গুলি থেকে নারী ও কিশোরীরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ গুলি নারী-পুরুষের মধ্যে কিভাবে বন্টন হচ্ছে, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী কিভাবে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, পরিবারে ও সম্পদে নারী কিভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যেও শিকার হচ্ছে। একটি পরিবারে ও সমাজে ক্ষমতার পার্থক্য ও ক্ষমতায় প্রয়োগে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণে শ্রেনী, গ্রোত্র, বর্ণ বা ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত করে তা দেখতে হলে জেন্ডার বিশ্লেষন ও নিয়ামক গুলি অনেক বেশী কার্যকরী। আমরা সচারচর যা দেখি, একটি ত্রান শিবিরে কিংবা আশ্রয় কেন্দ্রে নারী ও শিশুরাই সাধারণভাবে সংখ্যাগড়িষ্ঠ হয়ে থাকে অথচ আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ, ত্রান বিতরনে তাদের চেয়ে পুরুদের অগ্রণী ভুমিকা লক্ষ্য করা যায়, ফলে নারীর চাহিদা ও প্রাপ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ হয় না। এখানে নারীর অগ্রণী ভুমিকা পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারীর সমাজ নির্ধারিত ভুমিকা, যেমন, তাকে সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়, বয়স্কদের সেবা করতে হয়, খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হয়, কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় ফলে তার পক্ষে বাহিরে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে পুরুষদের সেই ভাবে সহযোগিতা থাকে না কারণ পুরুষ বাহিরের কাজ গুলি করতে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

নারীর অবস্থা (বস্তুগত পরিস্থিতি যেমন খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি) ও পরিবারে এবং সমাজে তার অবস্থান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি) দ্বারা কিভাবে সিদ্ধান্ত ও সম্পদের উপর ক্ষমতা, মর্যাদা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ধারন হয় সেগুলি নিয়ে জেন্ডারের আলোকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে। নারীর ও পুরুষের মৌলিক (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) ও কৌশলগত (শিক্ষা, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, মর্যাদা ইত্যাদি) চাহিদা গুলিও জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখার সুযোগ রয়েছে। এই কারণে মানবিক সমাজ, সহযোগিতাপূর্ন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী, উন্নয়নের ফলাফল বন্টনে ভারসাম্য ও নারী-পুরুষের ন্যায্যতা ভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জেন্ডর বিশ্লেষণ ও উপলদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

জেন্ডার হলো-

জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের প্রতি আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয় সম্পর্ক। আর সেক্স হলো প্রাকৃতিক-শারীরিক, সর্বজনীন, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়।

সেক্স : জৈব লিঙ্গ	**জেন্ডার : সামাজিক লিঙ্গ**
প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নির্মিত
শারীরিক / জৈবিক	সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক

সার্বজনীন	সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন
অপরিবর্তনীয়	পরিবর্তনীয়

জেন্ডার শ্রম বিভাজন ও জেন্ডার ভূমিকা

জেন্ডার শ্রম বিভাজন

প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থার ফলে একজন নারী ও একজন পুরুষ যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব পালন করে বা সমাজ কর্তৃক তাদের ওপর অর্পিত হয় তাকে বলা হয় জেন্ডার শ্রম বিভাজন। এই বিভাজন অনুযায়ি সমাজের নানা ধরনের কাজকে নারীর কাজ ও পুরুষের কাজ এভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়।

জেন্ডার ভূমিকা

নারী ও পুরুষ সামাজিকভাবে নির্ধারিত কিছু কাজ ও দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করে তাকে জেন্ডার ভূমিকা বলা হয়।
জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরণের-

১. **পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকাঃ** সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষা, ঘর-দোর পরিস্কার করা, পানি ও খড়ি সংগ্রহ, সেবা যত্ন করাসহ যাবতীয় গৃহস্থালী কাজকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালিত হয় তাকেই বলে পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকা। সারাবিশ্বে সাধারণত এই ভূমিকা নারীরাই বেশী পালন করে থাকে। যেহেতু এসব কাজের বিনিময় মূল্য নেই তাই তা স্বীকৃতিহীন। অথচ এসব কাজের বিনিময় মূল্য রয়েছে যদি তা বাইরে টাকার বিনিময়ে করা হয়।

২. **উৎপাদনমূলক ভূমিকাঃ** যে কাজের বিনিময় মুল্য আছে অর্থাৎ সব ধরনের আয়-উপার্জনমূলক কাজের দ্বারা যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকে বলে উৎপাদনমূলক ভূমিকা। এই কাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল- এর সম্ভাব্য বিনিময় মূল্য রয়েছে। সাধারণত বেশীভাগ সমাজেই পুরুষরাই এই ভূমিকা পালন করে।

৩. **সামাজিক ভূমিকাঃ** যেসব কাজের কোন বিনিময় মূল্য নেই বা অর্থ ও পারিশ্রমিক ছাড়া সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তাকে সামাজিক ভূমিকা বলা হয়। এই ভূমিকা মূলত দুই ধরণের-

ক. সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা (মূলতঃ নারীরাই পালন করে) ও
খ. সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা (পুরুষরা পালন করে থাকে)।

উন্নয়ন

উন্নয়ন হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া বা সমাজে অসামঞ্জস্য দূর করে নারী- পুরুষসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান করে।

উন্নয়ন ও জেন্ডার

উন্নয়ন একক বা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু পুরুষ বা নারীর জন্য নয়, নারী পুরুষ দুজনের জন্যই প্রযোজ্য ও প্রযোজনীয় এবং এটা মানুষ হিসেবে নারী পুরুষ উভয়ের অধিকার। দেশের সংবিধান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালাসমূহেও সমঅধিকার ও মর্যদার কথা বলা হয়েছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, একজন নারী পরিবার, সমাজ

ও রাষ্ট্রে সব ধরনের ভূমিকাই পালন করছে কিন্তু সে অনুযায়ী তার মূল্যায়ন হচ্ছেনা। সব জায়গায়ই নারী বৈষম্যের শিকার এবং অধঃস্তন অবস্থায় আছে। *কিন্তু একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, যদি উন্নয়নের অর্থ হয় জনগণের জন্য সুযোগ সুবিধার বিস্তৃতি ঘটানো তাহলে মানবজাতির অর্ধেক হলো নারী তাদেরকে বঞ্চিত বা তাদের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ আচরণকে কোন অবস্থাতেই উন্নয়ন হিসেবে মেনে নেয় যায়না। উন্নয়ন, অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে নারীকে পৃথকভাবে বিবেচনা করার বিষয়টিও নেতিবাচক মনোভাবের বহি:প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক মানব উন্নয়নের ভাবনায় তাই উন্নয়নে নারী পুরুষের সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উচ্চারিত হচ্ছে*। আর নারী পুরুষের সম উন্নয়ন ও অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়টি প্রতিটি সামাজের ও রাষ্ট্রে অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।

গ্যাড / GAD

একসময় উন্নয়ন ভাবনায় সারা বিশ্বব্যাপী 'উইড' (Women in Development) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটি নারীর অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ বা সমঅংশীদারিত্ব ভিত্তিক উন্নয়নে সহায়ক নয়। 'উইড' উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরবর্তী কালে সমঅধিকার ভিত্তক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে জেন্ডার এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (Gender and Development) সংক্ষেপে গ্যাড (GAD) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সম্পূর্ন নতুন ধারণা ও সমতাভিত্তিক এপ্রোচ, যেখানে নারী উন্নয়ন নিছক নারীর আয় বৃদ্ধি করে তার দারিদ্র দূর করা নয়, সেই সঙ্গে নারী-পুরুষ সমঅধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও ধারণ করে-

১.৩. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার

আমরা আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকি। এটি গড়ে ওঠে সমাজের ভেতর থেকেই এবং এর ফলেই আমাদের ভেতর নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো, একটি পরিবার ও সমাজে নারী শিশু ও পুরুষ শিশু একটা বয়স পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের পোশাক, খেলাধূলা ও আচরণ করে থাকে। এমনকি চলাফেরাতেও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু যেই বয়স বাড়তে থাকে পরিবার এবং সমাজ থেকেই বিধি নিষেধ জারি হতে থাকে। শিক্ষা দেয়া হয় এটা নারীর কাজ নয়, ওটা পুরুষের কাজ। এইটা নারীর, ওইটা পুরুষের কাজ। এভাবেই বা এ ধরনের নির্দেশনা ও শিক্ষা থেকেই শিশু অবস্থাতেই মনোজগতে নারী ও পুরুষের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। পোশাক পরিচ্ছদ, খেলাধূলা ও আচার আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এভাবে পরিবার ও সমাজ থেকেই নারী -পুরুষের ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে যায়।

নারী-পুরুষের সামাজিকীকরণ ও সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা

সমাজে নারী ও পুরুষের মাঝে শ্রম বিভাজন রয়েছে। এটা একটা সামাজিক নির্মাণ; এবং এটা নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত ধারণাগুলো গড়ে তোলে। এই শ্রম বিভাজনের ফলে নারী এক ধরনের কাজের দায়িত্ব পায় আর পুরুষের জন্য থাকে আর এক ধরনের কাজ। এই ভূমিকাগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- উৎপাদনমূলক, পুনরুৎপাদনমূলক ও সামাজিক ভূমিকা।

উৎপাদনমূলক ভূমিকা: নারী বা পুরুষের সেইসব কাজ যা জীবিকা নির্বাহের জন্য বা বিক্রয়ের জন্য সেবা বা সামগ্রী উৎপান করে থাকে। কৃষিখাতে এর উদাহরণ হলো, নিজের খামারে বা মজুর হিসাবে বীজ বপন, পশুপালন ও বাগান করা।

পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা: সেইসব কাজ যা সমজের শ্রম উৎপাদনের ধারা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য দরকার হয়। যেমন, সন্তান ধারণ, শিশুর পরিচর্যা ও বয়স্কদের সেবাযত্ন।

সামাজিক ভূমিকা: সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের দেশে, পুনরুৎপাদনমূলক কাজের শতকরা নব্বই ভাগই করে নারী। উদাহরণ স্বরূপ, প্রথাগতভাবে, রান্না, পানি আনা, জ্বালানি সংগ্রহ, শিশু পরিচর্যা ও বৃদ্ধ ও রোগীর সেবা করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও, নারী উৎপাদনমূলক ও সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে থাকে। তবে নারী ও পুরুষের শ্রম বিভাজনের ফলে উৎপাদন ও সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ সচরাচর চোখে পড়েনা। পল্লী এলাকায়, নারী ফসল তোলার আগে ও পরে ফসল সংরক্ষণের কাজে যুক্ত থাকে; আর পুরুষ ফসল তোলা ও মাঠের কাজে জড়িত থাকে। নারীরা এই কাজগুলো করে বাড়ির

ভিতরে, তাই এটা সবার চোখে পড়েনা। শহরগুলতে, নারী আয় রোজগারের জন্য কাজ করে। তবে, প্রায় সব সময়ই, নারী পুরুষের তত্ত্বধানে কাজ করে ও তারা পুরুষের থেকে কম হারে মজুরি পেয়ে থাকে। এর কারণ হলো, পুরুষকে পরিবারের আয়কর্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া, নারী সামাজিক কাজকর্মেও অংশ নিয়ে থাকে যেমন- বিয়ে, সন্তান প্রসব, জন্ম-মৃত্যু। তবে, এসব ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পুরুষ আর নারী যোগ দেয় বাস্তবায়নের কাজে।

অধিবেশন- ০২
দুর্যোগে নারী পুরুষের জীবনে জেন্ডার প্রভাব

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে নারীর কাজ ও কাজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি
- স্বাভাবিক ও দুর্যোগের প্রেক্ষিতে নারীর মতামত/অংশগ্রগণ সম্পর্কীত অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা
- সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধীকার
- স্বাভাবিক ও দূর্যোগ জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান
- পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, সহিংতা

মোট সময়: ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	- দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে নারীর কাজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, - তথ্য, সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধীকার, - স্বাভাবিক ও দুর্যোগের প্রেক্ষিতে নারীর মতামত/অংশগ্রগণ সম্পর্কীত অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা - স্বাভাবিক ও দূর্যোগ জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান	টেবিল ভিত্তিক দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন	কাজের স্বীকৃতি, তথ্য সেবা, সম্পদে প্রবেশাধিকার, মতামত/ অংশগ্রহণ, অবস্থা ও অবস্থান বিষয়ক হ্যান্ড নোট, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	২০ মিনিট
০২	দলীয় কাজ উপস্থাপন	উপস্থাপন ও আলোচনা	মতামত/অংশগ্রগণ, মর্যাদা ও মূল্যবোধ বিষয়ক কেস	৩০ মিনিট
০৩	পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা	প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপ শীট, মার্কার	২০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: কাজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং তথ্য, সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধীকার, মতামত/অংশগ্রগণ সম্পর্কীত অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা, স্বাভাবিক ও দূর্যোগ জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানিয়ে বলুন, আমরা আগের অধিবেশনে জেন্ডার, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের ভূমিকা, আচার-আচরণ, নারী পুরুষের সম্পর্কের মাধ্যমে জেন্ডার ধারণাটি সৃষ্টি হয় তা জেনেছি,

পরিবার, সমাজ, উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি ইত্যাদিতে নারী ও পুরুষ কী কী অবদান রাখে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই আলোচনায় আমরা সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনিত হযেছি যে, নারীরা তাদের শ্রম, মেধা দিয়ে আমাদের সমাজে, উন্নয়নে এবং দুর্যোগ প্রস্তুতিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। এই অধিবেশনে আমরা আলোচনা করবো নারীরা তাদের অবদানের কতটা স্বীকৃতি মর্যাদা পান;

- বক্তব্যটি প্রদান করে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে ৪টি দলে (টেবিল ভিত্তক) ভাগ করুন;
- প্রথম দলকে নারীর কাজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, দ্বিতীয় দলকে- তথ্য, সেবা ও সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার, তৃতীয় দলকে -স্বাভাবিক ও দুর্যোগের প্রেক্ষিতে নারীর মতামত/অংশগ্রগণ সম্পর্কীত অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা এবং চতুর্থ দলকে স্বাভাবিক ও দূর্যোগ জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করে নিরুপণ করতে বলুন;
- কাজটি ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে প্রয়োজনে উদাহরণ দিন;
- দলীয়ভাবে আলোচনা ও দলীয় সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করতে ১৫ মিনিট সময় দিন;
- দলগুলোকে উপস্থাপন সুবিধার জন্য খাতায় নোট নিতে বলুন এবং দলীয় কাজ পরিদর্শন ও প্রয়োজনে আলোচনায় সাহায্য করুন।

ধাপ- ২: দলীয় কাজ উপস্থাপন **৩০ মিনিট**

- দলগত কাজ শেষে টেবিল ভিত্তিক প্রতিটি দলকে একে একে উপস্থাপনের আহবান জানান;
- উপস্থাপন শেষে অনান্য দলকে আলোচনা ও মত প্রকাশের সুযোগ দিন প্রতিটি দলের আলেচনা শেষে দলটির উপস্থাপন ও আলোচনা থেকে আমরা কী বুঝতে পেরেছি তা তুলে ধরুন। যদি কোন দলের উপস্থাপন থেকে নির্ধারিত বিষয়ে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সহায়ক তথ্যের সঠিক ধারণাটি প্রদান করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে দলীয় কাজের সার সংক্ষেপ ও শিখনসমূহ সুস্পষ্ট করুন।

ধাপ- ৩: পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা **২০ মিনিট**

- আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সাধারণত নারী ও কিশোরীদের প্রতি কি ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতা ঘটে থাকে তা নিরুপণের জন্য একটি লিখিত ঘটনা পাঠ করতে একজন উৎসাহি অংশগ্রহণকারীকে আমন্ত্রণ জানান;
- সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত ঘটনাটির একটি কপি উৎসাহি অংশগ্রঞণকারীকে প্রদান করে জোড়ে জোড়ে পাঠ করতে বলুন;
- পাঠ শেষে জানতে চান এই ঘটনাটিতে আমরা কী দেখতে পেলাম বা কী জানতে পারলাম;
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ফ্লিপ শীটে লিপিবদ্ধ করুন;
- ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিবার, সমাজে নারী, কিশোরীদের প্রতি কি ধরনের বৈষম্য, নির্যাতন ও সহিংসতা ঘটে থাকে তা আলোচনা করুন।
- এই আলোচনাটি করতে সতর্ক থাকুন কোন অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তথ্য পেতে অযথা পীড়াপিড়ি থেকে বিরত থাকুন।

ধাপ- ৫: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই **৫ মিনিট**

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করে প্রতিষ্ঠিত করুন- আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক অবদান রাখলেও নারী তার কাজের স্বীকৃতি পায়না, নারীর প্রাপ্য মর্যাদা, কাজের নেয্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন- ০২
দুর্যোগে নারী পুরুষের জীবনে জেন্ডার প্রভাব

২.১ দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে নারীর কাজ ও কাজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

নারীর কাজের স্বীকৃতি

আমাদের দেশের নারীরা অনেক বেশী পরিশ্রমী। ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পরিশ্রম করে থাকে। নারীর কাজের ধরন বহুমুখি। সত্যিকার অর্থে আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো নারীর কাজের কোন সীমা পরিসীমা নেই। অসুখ বিশুখ সব গায়ে সয়ে পরিবারের সবার জন্য শ্রম দিয়ে যায় নারী। সমাজে গড়ে ওঠা সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য নারীর প্রতি কাজের বোঝা বাড়িয়েছে। অথচ সমাজে নারীর কাজের মূল্য এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ নারী যেহেতু তাদের শ্রম থেকে সরাসরি অর্থ উপার্জন করেন না তাই তাদেও কাজের স্বীকৃতি নেই। অথচ বাস্তবে যদি নারীর কাজের আর্থিক মূল্য বিবেচনা করা হয় তাহলে তা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। নারী তার ক্ষমতা, বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে আমাদের সমাজে অনেক বড় বড় অবদান রাখলেও সেসব কাজের সহজ স্বীকৃতি মেলেনা।

মতামত/ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও অংশগ্রগণ

বাংলাদেশ সরকার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বদ্ধপরিকর। সরকার গৃহিত নানা পদক্ষেপের ফলে বিগত এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এটি বিশ্বব্যাপী প্রসংশিত হয়েছে। 'এসডিজির' লক্ষ্য অর্জনে গ্রহণ করেছে নানা পদক্ষেপ। নারীর ক্ষমতায়নে জন্য প্রণিত পলিসি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজে নারী দুর্যোগ ঝঁকিহ্রাসে দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগকালীন ও পরবর্তীতে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বিশাল অবদান রেখে চলেছে। এরপরও পরিবার ও সমাজে নারীর কাজের স্বিকৃতি, মর্যাদা মেলেনা। এখনো পরিবার ও সমাজের এমনকি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ নেই। অনেক অগ্রগতি হলেও প্রকৃত পক্ষে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে নারীর সুরক্ষা, মর্যাদা জেন্ডার-চাহিদার ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় সরকার কাঠামোতে যেমন ভাল উদাহরণ রয়েছে তেমনি অনেক ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ সহ বিভন্ন ক্ষেত্রে নীর অংশগ্রহণ থাকলেও সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত উপেক্ষিত হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

মর্যাদা ও মূল্যবোধ

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে গড়ে ওঠা নারী পুরুষের বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুরুষকে বেশী মর্যাদা ও নারীকে পুরুষের অধস্তন বা কম মর্যাদাপূর্ণ করে রেখেছে। যদিও এই সম্পর্কের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তবে এর গতি খুবই মন্থর। একটি পরিবার, সমাজ ও উন্নয়নে নারীর অবদান বিশাল অথচ নারীর মর্যাদার জায়গাটি উপেক্ষিত থেকে যায়। আমাদের সমাজের প্রচলিত অনেক মূল্যবোধ নারীকে বেশী করে মর্যাদাহীন করে রাখতে সহায়তা করে। যেমন, নারী পুরুষের আগ বাড়িয়ে হাটলে সেটি দৃষ্টিকটু এবং গ্রহণীয় নয়, বিচার সালিশে কথা বলা বারণ, ছোটবেলার সাঁতারকাটা, দৌড়নো অভ্যাস পর্যন্ত ভুলে যায় নারীরা। অনেক স্থানে লক্ষ্য করা গেছে ঘূর্ণিঝড়ের আগ মুহুত্বে নারী তার নিরাপত্তার কারণে পোশাক বদল করাতে পবিারের শ্বশুর-শ্বাশুরি এমনকি স্বামীর দ্বারা অপমানিত হয়ে সেই পোশাক খুলে পর্যন্ত ফেলতে হয়েছে। এই ধরনের মূল্যবোধ নারীর জীবনকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ করেছে তেমনি মর্যাদাহীন করতে ভূমিকা পালন করেছে। এ ধরনের অবস্থা গুলোই নারীর প্রতি বিরুপ আচরণ ও সহিংসতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে প্রকৃত পক্ষে জেন্ডার ধারনায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের সমাজ হাজার হাজার বছর থেকে সমাজে, পারিবারে, সংস্কৃতিতে অনেক গুলি মুল্যবোধ তৈরী করেছে যা পালনে আমাদের সামাজের নারীগণ বাধ্য এই কারণে নারীর ভুমিকাকে আমরা অধস্থন অবস্থায় দেখতে পাই এ্ই অবস্থা পরিবর্তন অনেক বেশী কঠিন। তবে

যদি মানবিক সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান সম-মর্যাদার দাবীকে যদি বিশ্বাস করি তাহলে কাজটি শুরু করতে হবে প্রথমে নিজের বিশ্বাসকে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

নারীর কাজের পরিশ্রমিক

আমাদের পরিবারে নারী যে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে তার পারিশ্রমিক নিয়ে আমরা ভাবি না। বরং যে নারী এ্যত পরিশ্রম করে নানা বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিবারকে টিকিয়ে রাখে সেই নারীর সীমিত চাওয়াটাও অনেক সময় পুরণ করা হয়না। বরং সব সময়ই তাদের প্রত্যাশা বা চাওয়া পরিবারের অন্যান্য চাহিদার কাছে উপেক্ষিত হয়। আমরা আমাদের নিজেদের পরিবার গুলোতেই দেখি পুরুষ শিশু, কিশোর, যুবকদের চাহিদা পুরণের বিষয়টি যতটা গুরুত্ব পায় নারী শিশু, কিশোরী, যুবতিদের চাহিদা পুরণের বিষটা ততটা গুরুত্ব পায়না। আজকের বাস্তবতায় নারীরা গ্রাম শহরে কৃষি, নির্মাণসহ অনেক ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সেখানে পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করলেও মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হচ্ছে। নারীকে তার নেয্য মজুরী থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আবার আয় করলেও তার উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারেনা।

তথ্য, সেবা ও সম্পদে নারীর প্রবেশাধীকাার

আমাদের সমাজের তথ্য, সেবা ও সম্পদে নারীরা কতটা পিছিয়ে তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা আমাদের সমাজে পুরুষের মত নারীর চলাচল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ সহজলভ্য নয়। কাজেই তারা অনেক সেবা থেকেই বঞ্চিত হয়। দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা গেছে একজন পুরুষের কাছে যে তথ্য রয়েছে তা নারীর কাছে নেই। সঠিক তথ্য সঠিত সময়ে পৌছানোর উপর ঝুঁকিহ্রাস ও অনেক সেবা প্রাপ্তি নির্ভর করে। সঠিক তথ্য না পাওয়ার জন্য নারীরা যেমন সেবা থেকে বঞ্চিত হয় তেমনি নানা দুর্যোগে সঠিক তথ্যের অভাবে তাদের জীবন অধিক ঝুঁকি পুর্ণ হয়ে যায়। এছাড়া আমাদের দেশে বিশেষ করে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে যে তথ্য প্রদান পদ্ধতি প্রচলিত তা নারী বান্ধব নয়। এসব প্রচার প্রচারণায় নারীর প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পায় না। এছাড়া সেবা প্রতিষ্ঠান গুলোতে যাতায়াতসহ নারীর জন্য মর্যাদাপুর্ণ সুযোগ সুবিধা এখনো অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

গম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার একে বারেই সীমিত। পিতার সম্পত্তিতে একজন পুরুষের যে অধিকার একজন নারীর তা নেই। এটি ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত। পরিবার সমাজে নারীরা ধন সম্পদ তৈরিতে অবদান রাখলেও সেটির মালিকানা ও ভোগের নারীদের জন্য সীমিত।

নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

অবস্থা ঃ সাধারণত আমরা অবস্থা (Condition) এবং অবস্থান (Position) এই শব্দ দুটিকে প্রায় সমঅর্থে প্রয়োগ করলেও দুটি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অবস্থা হলো বস্তুগত ব্যাপার, যেমনঃ খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়, উপার্জন ক্ষমতা ইত্যাদি। অবস্থার উন্নতির অর্থ হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। তাই নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা এবং তার অবস্থার উন্নয়ন বলতে বোঝায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

অবস্থান ঃ অন্যদিকে অবস্থান হলো সরাসরি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রন, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। কারও অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও অবস্থানের উন্নয়ন নাও ঘটতে পারে। নারীর অবস্থান বলতে তাই বোঝায় সার্বিক ভাবে নারীর মর্যাদার উন্নয়ন। অর্থাৎ তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার ইত্যাদি অর্জন। সেজন্য দেখা যায় যে, নারীর অবস্থার উন্নতি অর্থাৎ তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটলেও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। কেননা একজন স্বচ্ছল পরিবারের নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে ভাল হলেও তার অবস্থান কিন্তু সমাজের আর সব সাধারণ নারীর মতোই অধঃস্তন হতে পারে। আবার একজন শ্রমজীবি দরিদ্র নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান অনেক নীচু হলেও তার অবস্থান একজন উচ্চবিত্ত নারীর চেয়েও উন্নত হতে পারে।

আমরা যদি সুনির্দিষ্টভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দেখতে পাই, তাহলে নারীর প্রতি বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হবে।

নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

নারী পুরুষের অবস্থা		
	নারী	পুরুষ
পরিবার	**স্বাভাবিকসময়:** গৃহস্থালী বা সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। সন্তান লালনপালন করে। খাবার তৈরী করে। জল ও জ্বালানী সংগ্রহ করে। কম খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করে। আয় উর্পাজনের সুযোগ কম। দীর্ঘ শ্রম দিবসের ধকল সহ্য করে। অবকাশ অবসর যাপন ও বিনোদনের সুযোগ কম। **দুর্যোগকালীন:** শুকনো খাবার, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র, সম্পদ সংরক্ষণসহ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সেবামূলক কাজ করে। অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে হয়। পুরুষের মতামতের উপর নির্ভও করতে হয়।	**স্বাভাবিক সময়:** সাধারণত সাংসারিক দায়িত্ব বহন করে না। আয় উর্পাজন করে। খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করার সুযোগ পায়। অবসর যাপন ও বিনোদনের অধিকতর সুযোগ লাভ করার সুযোগ পায়। আত্মনির্ভরশীল। **দুর্যোগকালীন:** কখনো প্রস্তুতির কাজে সহায়তা করে, সকলকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যায়। নিজের মত কাজ করতে পারে।
সমাজ	**স্বাভাবিক সময়:** সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ খুব কম। সভা, সমাবেশ মিছিল, বিচার, সালিশ ও অন্যান্য ঘটনায় অংশগ্রহনের সুযোগ পায়না। অনেক কম নাগরিক অধিকার ভোগ করে। পরনির্ভরশীল। **দুর্যোগ কালীন:** ত্রাণ ও বিভিন্ন সেবা সামগ্রী সংগ্রহ করে, সেবামূলক কাজে এগিয়ে যায়।	**স্বাভাবিক সময়:** সভা, সমাবেশ মিছিল, বিচার, সালিশসহ সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। নাগরিক অধিকারও ভোগ করে। **দুর্যোগ কালীন:** মিটিং, সেবা সামগ্রী সংগ্রহে অংশ নেয়।
রাষ্ট্র	**স্বাভাবিক সময়:** ভোটাধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হলেও তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ কম। জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ লাভ করে না। সংগঠিত শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করলেও শ্রমশক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়না। **দুর্যোগকালীন:** তথ্য, সেবামূলক কাজে অংশগ্রহনের সুযোগ কম	**স্বাভাবিক সময়:** অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ পায়। শ্রমশক্তিরূপে বিবেচিত হয়। **দুর্যোগকালীন সময়:** তথ্যও সেবামূলক কাজে অংমগ্রহণ করতে পারে

নারী পুরুষের অবস্থান		
	নারী	**পুরুষ**
পরিবার	**স্বাভাবিক সময়:** অর্থ সম্পদের ওপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রন নেই। পারিবারিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ক্ষমতাহীন ও মযার্দাহীন। পারিশ্রমিকহীন সাংসারিক কাজকে অবমূল্যায়ন করা হয়। মতামত প্রদান, পছন্দ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আয় উর্পাজন করলেও তার ওপর নিয়ন্ত্রন নেই।পরিবাওে ব্যাপক শ্রম দিলেও নেতৃত্ব দিতে পারে না। অধ:স্তন অবস্থার শিকার। **দুর্যোগকালীন সময়:** জরুরি অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না। বিভিন্ন কাজের পরিবারের জন্য দায়বদ্ধ থাকে।	**স্বাভাবিক সময়:** অর্থ সম্পদ নিয়ন্ত্রন করে। সংসারে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের অধিকার ভোগ করে। ক্ষমতাবান ও মযার্দাবান। মতামত গ্রহন, পছন্দ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। **দুর্যোগকালীন সময়:** জরুরি অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। দায়বদ্ধতা নেই। নেতৃত্বেও অবস্থানে থাকে। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে।
সমাজ	**স্বাভাবিক সময়:** সামাজিক কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ড়গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়না। নানান বৈষম্যের শিকার হয়। নেতৃত্বে অনুপস্থিত। ধর্মীয় গোঁড়ামীর শিকার। **দুর্যোগ কালীন:** জরুরি অবস্থায় সামজিক কোন উদ্যোগে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তথ্য প্রদান, অংশগ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। সেবা কার্যক্রমে তাদের চাহিদা তুলে ধরতে পারে না।	**স্বাভাবিক সময়:** সামাজিক কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়। নেতৃত্ব দান করে। **দুর্যোগকালীন:** জরুরি অবস্থায় সামজিক কোন উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তথ্য, সেবা কাজে অংশ নিতে পারে।
রাষ্ট্র	**স্বাভাবিক সময়:** স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বদ্বিতার সুযোগ পায়না। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ড়ের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে না। রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সীমিত। পেশাগত ও আইনগত বৈষম্যের শিকার। **দুর্যোগ কালীন সময়:** জরুরি অবস্থায় স্বাধীনভাবে কোন দাবী, চাহিদা, মতামত প্রকাশ করতে পারেনা। বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কম। সুযোগ থাকলেও এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা।	**স্বাভাবিক সময়:** সব ধরনের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বদ্বিতার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ড়ের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। অবাধে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। **দুর্যোগকালীন:** জরুরি অবস্থায় স্বাধীনভাবে দাবী, চাহিদা, মতামত প্রকাশ করতে পারে। বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ সুযোগ বেশী পায় কম।। সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২.৩ পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা

পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী ও কিশোরীদের প্রতি আত্মীয়-স্বজন বা পরিচর্যাকারী বা স্বামীর দৈহিক, মানসিক অথবা লিঙ্গ ভিত্তিক দূর্ব্যবহার, অবহেলা অথবা অন্যায় আচরণকেই নির্দেশ করে। এটি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে একধরনের অধিকার হীনতা, বিশ্বাসভঙ্গতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার, যেখানে নারী ও কিশোরীদের অধিকার এবং নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে লংঙ্ঘিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

আজকের সমাজে নারী, কিশোরীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, নির্যাতন একটি ব্যাপক (পরিব্যাপ্ত) ও সাংঘাতিক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত। নারীরা শুধুমাত্র 'নারী' বলেই অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্যাতন বা নিপীড়ন সংঘটিত হয় ভুক্তভোগী নারীর পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা।

পারিবারিক পর্যায়ে বেষম্য ও সহিংসতা গুলো ঘটে পুরুষদের জোরপূর্বক কর্তৃত্ব ও মতামত প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা পুরুষকে কতৃত্ব, ক্ষমতাশালী ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। একারণে পুরুষ তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এটা হলো নারীর উপর একতরফা নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন ধরনের ক্ষমতার ব্যবহার। ***নারী নির্যাতন রোধে জাতিসংঘের ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "ঐতিহাসিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসম বন্টনের বহিঃপ্রকাশ হলো নারী নির্যাতন"।***

আমাদের পরিবার, সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী কিশোরীদেরকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের অনেক কাজে, প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এই কারণে তারা তাদের পরিবারকে শুধুমাত্র অভিবাবক, স্বামী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন হিসাবে দেখে না, বরং বন্ধু, প্রতিবেশী এবং পরিচর্যাকারী বা সেবাদানকারী (এই সেবাদানকারী হতে পারেন, ডাক্তার, খানসামা, গাড়ীচালক, নার্স, শিক্ষক, সমাজকর্মী, মনোচিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট, কাউন্সিলর এবং হাসপাতালে কর্মরত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ) হিসাবেই দেখে। এরকম বহুসংখ্যক মানুষের সেবা নিতে গিয়ে নারীদেরকে দৈহিকভাবে পরিচর্যাকারীদের সন্নিকটে যেতে হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে মানসিকভাবেও তাদের মাঝে নৈকট্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এই ব্যাপারটিই নারীর উপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন কিংবা নির্যাতনের সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

নির্যাতনের ধরন ঃ

একজন নারী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। যেমন-

দৈহিক নির্যাতন - দৈহিক নির্যাতানের ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের উপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করে এবং ভুক্তভোগী শারীরকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যেমন- চড়-থাপ্পড়, লাথি, অবহেলা সহকারে ধরা প্রভৃতি।

মানসিক নির্যাতন - মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারী অন্যের দ্বারা কটু কথা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

যৌন নিপীড়ন - এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী অনিচ্ছাকৃত যৌন ক্রিয়ার শিকার হয়ে থাকে। এটা হতে পারে অযাচিত শারীরিক স্পর্শ, আদরের ছলে গায়ে হাত দেওয়া, ধর্ষন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক নিপীড়ন - সঞ্চিত ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ অন্যদের দ্বারা দখল হয়ে যাবার মাধ্যমে নারী অর্থনৈতিক ভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে।

অবহেলা - নারী ও কিশোরীদের সঠিক সুরক্ষা না দিলে সে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। এটাকে অবহেলা বলা যেতে পারে। আবার তাদের জন্য সঠিক স্বাস্থ্য সেবা, বা চিকিৎসা, শিক্ষা না দেওয়াটাকেও অবহেলা বলা যায়।

অধিবেশন পরিচালনা সহায়ক উপকরণ

সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান নিরুপণের জন্য কেইস

একটি সত্য অবলম্বনে ছায়া কাহিনী
একটি মৃত্য জবাব কোথায়?

সাতক্ষিরার আয়েশা বেগম, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর, দুটি সন্তান স্কুলে যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘুর্ণিঝড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। আয়েশা সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের ডাকে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্বামী, সন্তানদের ও বয়স্ক শাশুড়িকে নিয়ে রাত্রেই অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। ঘুর্ণিঝড় ভোর রাত্রের দিকে বাংলাদেশের সাতক্ষিরা ও বাগের হাট অঞ্চলে আঘাত করে। ঝড় প্রায় সকাল ১০ পর্যন্ত থাকলেও সকাল ৮টার পর ঝড়ের গতিবেগ কমতে শুরু করে। আয়েশা বেগমের রাত্রি থেকেই মনে মধ্যে খটকা লেগেই ছিলো বাড়ীতে মূল্যবান অনেক কিছু রেখে এসেছেন, গত আইলায় ঘরে মধ্যে বন্যার পানি না ঢুকলেও ঘরের জিনিস পত্র চুরি হয়েছিলো কারন ঝড়ের সময় চোরেরা সুযোগ পায় গৃহস্থর বাড়ীতের প্রবেশ করার। তাই আয়েশা ঝড়ের বেগ কমতে শুরু করলে সকাল ৮টার দিকে বাড়ীর দিকে রওয়া দেয় একলা, মনে করেছিলো ঝড় থামলে সবাইকে নিয়ে আসবে। তার আগে ঘরটি ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে আসি। বাড়ী কাছাকাছি আসতেই বড় একটি গাছ দমকা বাতাসে উপরে এসে আছিয়ার উপর পড়ে এবং আয়েশা ঘটনা স্থলেই নিহত হয়। এই মৃত্যুর কোন উত্তর আয়েশা'র পরিবারের জানা নেই, কিন্তু আমাদেরও কি নেই?

প্রশ্ন হচ্ছে,

১. আয়েশার মৃত্যু কি রোধ করা যেত না? হ্যাঁ বা না হলে কেন?

২. এই মৃত্যু গুলি প্রতিরোধের উপায় গুলি কি হতে পারে?

একটি সত্য অবলম্বনে ছায়া কাহিনী
যে সিদ্ধান্ত সাহিদাকে এখনও কাঁদায়?

পিরোজপুরের ইন্দুরকানি উপজেলার মেয়ে সাহিদা পারভিন, তিনটি সন্তান ও স্বামী নিয়ে সুখের সংসার। বড় সন্তান ছেলে শাহেদ বয়স ৮ বছর, মেয়ে সামগুন ৫ বছর, ছোটটিও মেয়ে সুফিয়া বয়স মাত্র ১ বছর। ২০০৯ সালে আইলা ঝড়ে সাহিদা তার মেঝ সন্তান মেয়েটিকে হারিয়েছে। কিন্তু সেই মৃত্যুর জন্য সাহিদা এখনও নিজেকেই দায়ী মনে করে। সাহিদার কথা, "ঝড়ের সময় তাদের বাবা বাড়ীতে ছিলো না, নদীর বন্যার পানি বাড়ছে তাই দেখতে বিকেলেই নদীর পারে গেছে রাত্রি হলেও ফিরে নাই। এদিকে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের পানি আসছে, অবস্থা খুব খারাপ। সন্ধ্যার পরপরই ঝড়ের পানি বাড়তে শুরু করলো। আশ্রয় কেন্দ্রে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কি করবে স্বামী বাড়ীতে নেই ভাবতে ভাবতে সময় চলে যায়। সন্তানদের তাড়া দেয় মা তাড়াতাড়ি বেড় হও, বন্যা আসছে। তিন সন্তানকে নিয়েই বেড় হলাম কিন্তু ততক্ষনে পানি ও পানির তোড় বাড়তে থাকে। অন্ধকার, পানি স্রোতে আশ্রয় কেন্দ্রের দিকে যেতে পারছিলাম না। ছোট মেয়ে কোলে, মেঝ মেয়ে অন্য হাতে, ছেলে আমার কোমর ধরে আছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তারপরেও আগানো চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না, ছেলে বলছে মা আমারে ধরো, আমি ভাসি গেলাম। ছেলেকে বাঁচাতে হবে, অনেক চিন্তা করে মেঝ মেয়ের হাত ছেড়ে দিলাম, ছেলেকে সেই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম। একটু পরে শুধু মেয়ের একটি আওয়াজ শুনলাম, মা। আজ সবকিছু ফিরে পাচ্ছি কিন্তু সেদিনের রাত্রিতো ভুলতে পারছি না, ছেলে বাঁচাবো না মেয়েকে বাঁচাবো। কঠিন চিন্তা ছিলো, ছেলেকেই বাঁচালাম। কিন্তু মেয়েকে তো আর ভুলতে পারছি না"।
এই ঘটনাকে যদি গভীরে গিয়ে বিশ্লেষন করা হয় তাহলে আমরা কি উপলদ্ধি করি?
প্রশ্নঃ

১. মেয়ে সন্তানের হাত ছেড়ে দিয়েছিল কেন?

২. আমাদের সমাজে নারীর মর্যাদা ও মূল্য কতটা?

অধিবেশন- ০৩
দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- জেন্ডার প্রেক্ষপটে দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা
- জলবায়ু পরিবর্তন, রেজিলিয়েন্সের ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা
- দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর নেতৃত্ব ও প্রতিবন্ধকতা

মোট সময় : ২ ঘন্টা

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	জেন্ডার প্রেক্ষপটে দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা	প্রশ্ন-উত্তর প্রদর্শন ও আলোচনা	দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা লিখিত ছবি যুক্ত পোষ্টার	২০ মিনিট
০২	জলবায়ু পরিবর্তন, রেজিলিয়েন্সের ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব	প্রদর্শন ও আলোচনা	জলবায়ু পরিবর্তন, রেজিলিয়েন্সের ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব	২০ মিনিট
০৩	দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	স্টেপিং ফরোয়ার্ড গেম, আলোচনা ও প্রদর্শন	গেম এর নির্দেশনা, দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিষয়ক পোস্টার	৩০ মিনিট
০৪	দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন	ঘটনা বিশ্লেষণ, প্রদর্শন ও আলোচনা	দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বিষয়ক কেস, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	৩০ মিনিট
০৫	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর নেতৃত্ব ও প্রতিবন্ধকতা	জোড়া দলে আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর প্রতিবন্ধকতা লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট	১৫ মিনিট
০৬	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	০৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১ : জেন্ডার বিবেচনায় দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা **২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা বলতে কি? প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে একটি একটি করে প্রথমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ২/৪ জনের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর বিষয়গুলোর ধারণা লিখিত ছবি যুক্ত পোস্টার/স্লাইড একে একে প্রদর্শন করে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করুন।

ধাপ- ২ : জলবায়ু পরিবর্তন, রেজিলিয়েন্সের ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব **২০ মিনিট**

- জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব লিখিত পোস্টার (সম্ভব হলে ছবি যুক্ত) প্রদর্শন করে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিন;
- সহায়ক তথ্যের আলোকে রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিন;
- অংশগ্রহনকারীগণের কাছে ধারণাটি স্পষ্ট হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হতে প্রয়োজনে প্রশ্ন করুন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তন ও রেজিলিয়েন্সের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন;

ধাপ- ৩ : দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা **৩০ মিনিট**

- এবারে, ইচ্ছুক ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্য অনুযায়ী "স্টেপিং ফরোয়ার্ড" খেলার গাইড লাইন অনুসরণ করে খেলাটি পরিচালনা করুন;
- খেলা শেষে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খেলার শিখন পর্যালোচনা করে নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের দুর্যোগে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সবার মধ্যে ঐক্যমত গড়ে তুলুন;
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সর্ম্পকিত বাস্তব ঘটনা থাকলে তা অংশগ্রহনকারীদের সাথে বিনিময় করুন এবং অংশগ্রহনকারীদের জানা অনুরূপ বাস্তব ঘটনা থাকলে তা অন্যদের সাথে বিনিময় করার জন্য অনুরোধ করুন;
- এরপর মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা সক্ষমতাসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
- স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, এসব আপদের কারণে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিসমূহ ব্যাখ্যা করুন

ধাপ- ৪ : দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন **৩০ মিনিট**

- যে কোন উৎসাহি অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বিষয়ক ঘটনাটি উপস্থাপন করুন;
- উপস্থাপন শেষে কেস এর সাথে সংযুক্ত প্রশ্ন সমূহ করে অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহ করুন;
- এরপর ঘটনাটিকে ভিত্তি করে দুর্যোগে পরিবার, সমাজ এবং আশ্রয় কেন্দ্রে নারীর প্রতি কী ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন ঘটে থাকে তা আলোচনা করুন;
- উপস্থাপিত কেস এর সাথে মিলিয়ে প্রয়োজনে আরো বাস্তব ঘটনা তুলে ধরুন;
- আলোচনা করে, দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন।

ধাপ- ৫ : দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ এবং নারীর নেতৃত্ব প্রতিবন্ধকতা **১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের জোড়া দলে ভাগ করুন;
- প্রত্যেক জোড়া দলের কাছে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ এবং নারীর নেতৃত্ব প্রতিবন্ধকতা কী তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রত্যেক জোড়াকে একটি করে পয়েন্ট দিতে বলুন;
- আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে ৫ মিনিট সময় দিন;
- উত্তর সংগ্রহ করে তা ভিপ কার্ডে লিখে প্রদর্শন করুন এবং আলোচনা করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ এবং নারীর নেতৃত্ব প্রতিবন্ধকতা সুনির্দিষ্ট করুন।

ধাপ- ৬: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই **০৫ মিনিট**

- অধিবেশনের সার সংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন- ০৩
দুর্যোগ ও দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

০৩.০১

আপদ (Hazard)

আপদ হলো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা মানুষের জীবন, জীবিকা, পরিবেশ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করত পারে। যেমন- সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা, অগ্নিকান্ড, ইত্যাদি। উলেখ্য যে আপদ কোন দুর্যোগ নয়, দুর্যোগের কারণ হতে পারে। আপদ নারীর উপর তুলনামূলকভাবে বেশী করে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় কাজের বোঝা বাড়িয়ে দেয়।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability)

বিপদাপন্নতা হলো আপদের কারণে সৃষ্ট কোন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের এমন কিছু বিষয় যা দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়ায় অর্থাৎ ঝুঁকির কারণসমূহই হচ্ছে বিপদাপন্নতা। যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা, প্রতিরক্ষা বাঁধ না থাকা ইত্যাদি। আমাদের দেশে তথ্য, সেবা, সম্পদ অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাহীনতা এবং নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে অধিক মাত্রায় বিপদাপন্ন করে রেখেছে।

ঝুঁকি (Risk)

আপদের কারণে কোন ঘটনা ঘটার আশংকা যা মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে অর্থাৎ দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষতির আশংকাই হলো ঝুঁকি। সমাজে নারী পুরুষ ও বয়স ভেদে ঝুঁকির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বৈষম্য পূর্ণ আচরণের কারণে নারীর বিপদাপন্নতার মাত্রা পুরুষদের চাইতে বেশী এবং সে কারণে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকিও বেশি।

ঝুঁকি = আপদ × বিপদাপন্নতা

দুর্যোগ (Disaster)

দুর্যোগ হচ্ছে আপদের কারণে সৃষ্ট এমন একটি ভয়াবহ ঘটনা যা মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে এবং যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপরের সাহায্য ছাড়া এককভাবে মোকাবেলা করতে পারে না। বিভিন্ন দুর্যোগে দেখা গেছে নারীর ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পুরুষদের তুলনায় বেশি। ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর সিডোর ও ২০০৯ এর আইলাতে নারী মৃত্যুর হার ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রতিরোধ (Prevention)

প্রতিরোধ হলো কোন দুর্ঘটনা বা সম্ভাব্য দুর্যোগকে বাঁধা প্রদান করা। যেমন- জররি বাঁধ নির্মাণ। প্রতিরোধ ব্যবস্থা নারী কেন্দ্রীক যতো বেশী হবে, নারী/পরিবারের বিপদাপন্নতা কমবে ও পরিবার ঝুকি মুক্ত হবে।

প্রশমন (Mitigation)

প্রশমন হলো এমন কোন উদ্যোগ, পদক্ষেপ বা কাজ যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।

প্রস্তুতি (Preparedness)

প্রস্তুতি হলো, জরুরি অবস্থার সময় অধিকতর কার্যকরীভাবে অথবা সময়োচিত সাড়াদানের জন্য পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। এই প্রস্তুতি বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে আমাদের জীবন ও সম্পদ করে থাকে। প্রস্তুতির বিষয়গুলো নারী বান্ধব হলে তা নারীর ঝুঁকিহ্রসে সহায়ক হয়। ফ্লাড বা সাইক্লোন সেল্টারের পরিবেশ যতো বেশী নারী কেন্দ্রীক হবে, দুর্যোগের সময়ে নারী তত বেশী শেল্টারে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে। যেমন, শেল্টারের নিরাপত্তা, আলোর ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শেল্টার পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বর সুযোগ ইত্যাদী।

৩.২. জলবায়ু, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব

জলবায়ু:

জলবায়ু হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট এলাকার দীর্ঘ মেয়াদে বা ২০/৩০ বছরের আবহাওয়ার (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ, ইত্যাদি) গড় অবস্থা।

জলবায়ু পবিরর্তন:

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে প্রধানতঃ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের জলবায়ুগত অবস্থার পরিবর্তন। মূলতঃ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ:

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ ধরা হয় বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি। বায়ুমন্ডলে কার্বন বাড়ছে, আমরা যতো বেশী বিলাস বহুস ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপনে আগ্রহী হচ্ছি ততো বেশী কার্বন নিঃসরন হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশ গুলো প্রধানত এর জন্য দায়ী। আর অনুন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশগুলোকে এর প্রভাব অধিকমাত্রায় বোপগ করতে হচ্ছে। উন্নত দেশ গুলির জীবন যাবনের প্রায় ৯৫% শতাংশ নির্ভর করছে বিদ্যুতের উপর, ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে এবং ব্যবহার বাড়ছে। নিম্নের ছকে গ্রিন হাউস গ্যাস কি এবং কিভাবে বাড়ছে তা উলেখ করা হলো।

গ্রিন হাউস গ্যাস	গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ার কারণ
কার্বন ডাই অক্সাইড	জীবাশ্ম পুড়িয়ে তাপ, বিদ্যুৎ ও বাষ্পীয় শক্তির উৎপাদন, বন উজার ও গাছ কাটা
মিথেন	ধানের বর্জ্য, গবাদি পশুর বিষ্টা, জলাভূমির পচনশীল উদ্ভিদ ও ভরাট কাজে ব্যবহৃত বর্জ্য
ক্লোরোফ্লোরো কার্বন	ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন ও এরোশলে ব্যবহারের কারণে
নাইট্রাস অক্সাইড	শিল্প কলকারখানা থেকে উৎপন্ন হয়

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর উপর প্রভাব:

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের ধরন ও মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি, খরা, শৈত্য প্রবাহ ও নদী ভাঙন। দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারী ও শিশুরা। এছাড়া আমাদের দুর্যোগ প্রস্তুতি, ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো এখনো নারী বান্ধব হয়ে ওঠেনি ফলে খুব সংগত কারণেই নারীর উপর দুর্যোগের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি, জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি হলে নারীর উপর এর বিরুপ প্রভাব লক্ষণীয় যা নিম্নে উলেখ করা হলো।

১. জীব বৈচিত্র ও প্রকৃতি: ঘরবাড়ি, পানি সম্পদ ও কৃষি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার দরুন নারীর উপর এর প্রভাব পড়ে।

২. সামাজিক, জীবন ও জীবিকা : খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, আয় ও কর্মসংস্থান, পানির স্বল্পতা, স্বাস্থ্য ও পেশাগত পরিবর্তনের ফলে নালরি জীবন যেমন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তেমনি নারীকে অতিরিক্ত কাজের চাপ বহন করতে হয়।।

৩. সমুদ্রের পানি বৃদ্ধির ফলে জোড়ারের সময়ে পানির উচ্চতা বাড়ছে এবং সেই পানির মধ্যে থেকেই নারীকে কাজ করতে হচ্ছে, ফলের নারীর বিপদাপন্নতা বাড়ছে যেমন নারীর চর্ম রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, গর্ভপাতের পরিসংখ্যান বাড়ছে, হাস-মুরগী পালনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে যার কারনে নারীর আয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয় শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা। মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা পূর্ববর্তী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারাসহ নারীকে বাস্তবে যে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তা উত্তরণের সক্ষমতা এবং অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে তারা কোন তাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নেয় সম্ভব হয়না।

৫. অবকাঠামোগত: অধিবাসীদের স্থানান্ড়র এবং জীবিকার ক্ষতি, উপকূলীয় সম্পদ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে এর ফলে নারীরা ক্ষতিগ্রস্থ বেশী হয়।

রেজিলিয়েন্স এর ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব

রেজিলিয়েন্স বলতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতাকে বোঝায়। দুর্যোগ একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। দুর্যোগের ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। আয় রোজগার, খাদ্য, বাসস্থান, চলাচল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষাসহ প্রায় সব কিছুর ক্ষেত্রে ভয়ানক এক অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে এবং এর প্রভাবে জীবনহানি সহ সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন হয় খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার। **এক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স হলো- দুর্যোগ সহনশীলতা, ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং খাপ খাইয়ে চলার মানসিকতা।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব কতটা তা রেজিলিয়েন্স এর ধারণাটি স্পষ্ট হবার পর দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন পড়েনা। আমরা যখন দুর্যোগ মোকাবেলা ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনার কথা বলি সেক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স এর একটি পূর্ব শর্ত। রেজিলিয়েন্স সুস্থ ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে।

৩.৩

স্টেপিং ফরোয়ার্ড খেলার নির্দেশনা

“ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া খেলা” গাইডলাইন

- খেলাটি পরিচালনার জন্য উৎসাহী ১০ জন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করুন;
- নির্বাচিত ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে পাশাপাশি এক সারিতে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে কাল্পনিক পরিচয় সম্বলিত লিখিত স্লিপ বিতরণ করুন। স্লিপ বিতরণের পূর্বে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পাওয়া স্লিপে বর্ণিত পরিচয় যতক্ষন পর্যন্ত সহায়ক জিজ্ঞাসা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যেন গোপন রাখে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত করুন; কাল্পনিক পরিচয়গুলো নিম্নরূপ:
    - কলেজের ছাত্র;
    - অসহায় বয়স্ক ব্যক্তি;
    - শিক্ষিকা;
    - চেয়ারম্যান;
    - মহিলা মেম্বার;
    - প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
    - গর্ভবতী নারী ;
    - অসহায় বিধবা নারী;
    - সংস্থার কর্মী;
    - শিশু।

- এবারে অংশগ্রহণকারীদের এক এক করে নিচের প্রশ্নগুলো করুন। কাল্পনিক পরিচয় অনুযায়ী যে সব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" সূচক মনে করবেন তাদেরকে একধাপ করে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করুন। যেসব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর "না" সূচক মনে করবেন তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করুন।

প্রশ্ন:

- সমাজে সবাই আপনাকে মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখে?
- দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ নেয়া হয়?
- আপনি কি আয়-রোজগারমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত?
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে বা আলোচনা সভায় আপনাকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়?
- আপনি কি দুর্যোগ সতর্ক সংকেত পেয়ে থাকেন?
- দুর্যোগ সময়কালে আপনি কি আপনার নিজের সিদ্ধান্তে এবং কারো সহযোগিতা ছাড়াই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারেন?
- আশ্রয়কেন্দ্রে আপনার বিশেষ সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে আপনার জন্য কি কোনো বিশেষ সহায়তা দেয়া হয়?
- ত্রাণ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে আপনি নিজে কি ত্রাণ গ্রহণে সক্ষম?
- আপনার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী আপনাকে কি ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হয়?
- "আপনারও অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে"- এভাবে অন্যরা আপনার সম্পর্কে ভাবে কি?

- খেলা শেষে সবচেয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে পড়া অংশগ্রহণকারীদের কাল্পনিক পরিচয়গুলো জানুন;
- খেলা শেষে যারা এগিয়ে গিয়েছে তারা কেন এগিয়ে গিয়েছে এবং যারা পিছিয়ে পড়েছে তারা কেন পিছিয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানুন;

৩.৩. দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈতপ্রবাহ বা নদী ভাঙ্গনের মতো ঘটনা প্রতি বছরই এদেশের কোন না কোন অঞ্চলে ঘটে থাকে। বর্তমানে, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটছে।

- দুর্যোগে যারা জীবন হারায় তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি
- দুর্যোগে নারী গৃহস্থালী সামগ্রী হারায়
- পরিবেশের ক্ষতির কারণে নারী খাদ্য, জ্বালানী ও পানি সংকটে পড়ে
- সেবাসমূহ বিঘ্ন ঘটলে নারী তুলনামূলকভাবে বেশি বঞ্চিত হয়
- পরিবারে, দুর্যোগজনিত সকল সংকট শেষ পর্যন্ত নারীর উপর এসে বর্তায়
- দুর্যোগ সহায়তার মূল লক্ষ্য নারীর চাহিদা মেটানো নয়, বরং অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ করা

এসব আপদের কারণে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মানুষ মারা যায়, অনেকে আহত হয়। ভৌতকাঠামো- কলকারখানা, বাড়িঘর, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাঠের ফসল নষ্ট হয়। গৃহস্থালি সম্পদ নষ্ট হয়। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় বা নদী ভাঙ্গনের কারণে অনেক সময় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক নিচু এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বালু পড়ে ফসলের জমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে যায়। অনেক এলাকা, বিশেষ করে, উপকূল অঞ্চলে জমি ও ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় লবণাক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যায়। এরফলে মানুষের জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও অন্যান্য সেবাপ্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। হাটবাজার ও ব্যবসাবাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে। মানুষের আয়-রোজগারের সুযোগ লোপ পায়। এ সময় পানি, জ্বালানী খাদ্য সংকট মোকাবেলা করতে নারীকে অনেক দূরবর্তী স্থানে পানি,খাদ্য (ত্রাণ) ও জ্বালানী সংগ্রহ করতে যেতে হয় যা তার কর্মঘন্টা ও কাজের চাপ বৃদ্ধি করে এবং কখনো কখনো নির্যাতনসহ তার জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় পুরুষদের তুলনায় নারীদের সুযোগ সুবিধা অনেক কম। সমাজে নারীর মতামত গুরুত্ব পায়না। ঝুঁকিহ্রাসের জন্য করণীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে নারীদের নিয়ন্ত্রণ নেই। চলাফেরায় বাধাঁ রয়েছে, সাঁতারকাটা, দৌড় ঝাপ সমাজের মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করে না। পোশাক পরিচ্ছধ দুর্যাগকালীন সময়ের জন্য উপযোগি এগুলো নারীর জন্য বড় ধরনের বিপদাপন্নতা যা নাররি জীবনকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কওে তোলে। ঘূর্ণিঝড়জনিত দুর্যোগে নারী নিজে মারা যেতে পারে বা পরিবার পরিজন হারাতে পারে। তবে এ ধরণের দুর্যোগে পুরুষের তুলনায় বেশি সংখ্যক নারী মারা যায়। সাধারণত, দুর্যোগের সতর্কবার্তা নারী সময়মতো পায়না। আর সতর্কবার্তা পেলেও, সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে, ঘরদোর অগোছালো রেখে বা

শিশুদের ফেলে রেখে অথবা গৃহকর্তার বিনা অনুমতিতে একা একা আশ্রয়কেন্দ্রে যওয়া নারীর পক্ষে সম্ভব হয়না। তাছাড়া, প্রথাগত কারণে তার সাঁতার কাটা বা গাছে চড়ার দক্ষতা থকেনা। এসব কারণে দুর্যোগকালে নারী মৃত্যুর হার সব সময়ই বেশি হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে মোট মৃতের শতকরা ৯১ ভাগই ছিলো নারী।

দুর্যোগকালে সেবাসমূহের বিঘ্ন ঘটে, বাজার ব্যবস্থা ব্যহত হয়, পরিবারের আয়-রোজগার থাকেনা। খাবার, জ্বালানি, পানি, পয়োঃনিষ্কাষন ও চিকিৎসার সংকট দেখা দেয়। এতে নারী নিজে খুব কষ্ট পায়। উপরন্তু, এ সময়েও নারীকে পরিবারের সবার জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা করতে হয়, ঘরদোর পরিস্কার রাখতে হয় ও সকলের সেবাযত্নের ভার নিতে হয়। বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে বাস্তুচ্যুত নারীরপক্ষে নিজের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা ও এইসব দায়িত্ব পালন করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

অনেক সময় পরিবারের পুরুষ কর্তা সম্পদ বা রোজগার না থাকার কারণে ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। এতে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ও নারীর প্রতি সহিংস হয়ে পড়ে। তাছাড়া, আশ্রয়কেন্দ্রে সাধারণত যথাযত সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকেনা। ফলে নারীর নির্যাতন ও যৌন হয়রানির ঝুঁকি অনেকগুণ বেড়ে যায়।

পরিবারের প্রধান আয়কর্তা নিহত, নিখোঁজ বা গুরুতরভাবে জখম হলে অথবা কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেল নারীকেই পরিবার প্রধানের দায়িত্ব নিতে হয়। এটাও নারীর জন্য খুবই কষ্টকর। কারণ, পরিবার প্রধান হিসাবে নারীকে ঘরসংসারের কাজ- পানি আনা, রান্নাবান্না করা, শিশুর যত্ন নেওয়া, ও একই সাথে আয়-রোজগারের কাজ করতে হয়।

গর্ভবতী নারী বা প্রতিবন্ধী নারী দুর্যোগকালে খুবই দুর্দশায় পড়ে। তার বিশেষ প্রয়োজন বা চাহিদা মেটানোর কোন ব্যবস্থা তখন থাকে না। এ সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সমলানোর জন্য সবাই এতো ব্যস্ত থাকে যে গর্ভবতী বা প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি নজর দেবার সুযোগ কমই পায়। এর উপর গর্ভবতী বা প্রতিবন্ধী নারীকে যদি সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে তার কষ্ট আরও বেড়ে যায়।

পারিবারিক, সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কাজকর্ম নারীর কাজের বোঝা বাড়ায় ও কখনো কখনো তাকে আরো বেশী চ্যালেঞ্জের মুখোমকি করে। মুষ্টিচাল জমা করে আপদকালীন খাদ্যমজুত গড়ে তোলার জন্য নারীকে কৃচ্ছতা সাধন করতে হয়। বসতভিটা উঁচু করার জন্য নারীকে তার দৈনন্দিন কাজ করার পর অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা স্বেচ্ছাসেবীদলে যোগ দিলেও নারীর কাজের বোঝা বেড়ে যায়।

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে যেসব অবকাঠামো তৈরী করা হয় তা অনেক সময় নারীর কষ্ট বাড়ায়। যেমন- বাঁধ নির্মাণের ফলে উন্মুক্ত এলাকা বা জলাশয় চাষের আওতায় চলে আসে বা এলাকার ফসলচক্রে পরিবর্তন ঘটে। নারী তখন উন্মুক্ত এলাকা থেকে সম্পদ আহরণের সুযোগ হারায়। বিশেষ করে, খাদ্য শস্যের বদলে বাণিজ্যিক ফসলের চাষ শুরু হলে গরীব পরিবারের নারী মাঠে ফসল কুড়ানো বা গরু-ছাগল চরানোর সুযোগ হারায়।

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমনমূলক কাজ অনেকক্ষেত্রে নারীর চলচলের গতি সংকুচিত করে ও তার জীবিকায় বিঘ্ন ঘটায়। যেমন- বাঁধ নির্মাণের কারণে নারী উন্মুক্ত জলাশয় থেকে সম্পদ আহরণের সুযোগ হারায়। সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো নারীর দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। কারণ, সংসারের নৈমিত্তিক কাজের পাশাপাশি এসব অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন- কমিটি মিটিং, প্রশিক্ষণ, ঝুঁকি নিরূপণ বা মহড়ায় অংশ নেওয়া বা পারিবারিক স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বাস্তুভিটা উঁচু করা। আসন্ন আপদের সতর্কবার্তা যেভাবে প্রচার করা হয় তাতে ঐসব বার্তা বেশিরভাগ সময়ই নারীর কাছে পৌঁছায় না। আর তা পৌঁছালেও প্রথাগত কারণে নারী সময়মতো ঐ বার্তার উপদেশ অনুসারে কাজ করতে পারে না। সাধারণত আশ্রয়কেন্দ্রে নারীর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা থাকে না; তাছাড়া, দুর্বল ব্যবস্থার কারণে, সেখানে নারীর যৌন হয়রানির ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। স্থানান্তর ও উদ্ধারকালে প্রায়শ নারীর মর্যাদা রক্ষা করা হয় না বরং এ সময়ে নারীকে হয়রানি ও ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়।

ত্রাণ বিতরণে নারীর বিশেষ চাহিদা প্রায়ই স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা হয়না। পরিবারের সকল সদস্যের সাধারণ চাহিদা বিবেচনা করে ত্রাণ সামগ্রী নির্ধারণ করা হয়; যেমন- খাবার, কাপড়-চোপড় বা গৃহনির্মাণ সামগ্রী। ফলে নারীর কিছুটা উপকার হয়; তবে বেশিরভাগ সময়ই এতে নারীর বিশেষ চাহিদাগুলো পূরণ হয় না। তাছাড়া, বিতরণ ব্যবস্থায় নারীর সুবিধা অসুবিধা খুব একটা বিবেচনা করা হয়না। নারীকে বিতরণ কেন্দ্রে এসে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়। এরজন্য নারীকে পুরুষের সাথে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় বিতরণ কেন্দ্রে নারীর মর্যাদাহানিকর ঘটনা ঘটে। কখনও কখনও নারীকে কাজের-বিনিময়ে-

অর্থ দেওয়া হয়। এটা নারীর জন্য বেশ অসুবিধাজনক। কারণ, দুর্যোগকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংসারের অন্য সব কাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত এই কাজ করতে হয়। এসব কারণে নারীর জীবনের ঝঁকি ও বিপদাপন্নতা বহুগুণে বেড়ে যায়।

দুযোগ পূর্ব, চলাকাল ও পরবর্তী কালে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকা
- আপদকালীন/প্রস্তুতি বিষয়ক পরিকল্পনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকা
- পুরুষদের জীবন রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা
- নারী বান্ধব সতর্ক বার্তা প্রদানর ব্যবস্থা না থাকা
- অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা
- গৃহস্থালীর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক নজর দেয়ার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন হয়
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে নারীরাই বেশী ব্যস্ত থাকে
- কুসংস্কারে বিশ্বাসী
- আয়মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম ও নারীর হাতে অর্থ থাকা

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভরশীল
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের (গর্ভবতী ও প্রসুতী) প্রবেশগম্যতা উপযোগী নয়
- দুর্যোগকালীন সময়েও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিশ্চিত করতে হয়
- নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো জানা হয় না
- নারীদের উপযোগী পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- নিজের অসুস্থতা
- সাহায্যকারীর অভাব
- পারিবারিক সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তার অভাব
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতীদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকে না

দুর্যোগ পরবর্তীতে বিপদাপন্নতা

- নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন আলাদাভাবে ব্যবস্থা না থাকা
- নিজেদের প্রয়োজনীয়তা না ভেবে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা
- পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাড়তি চাপ উপলব্ধি করা
- ত্রাণ কার্যে নারী উপেক্ষিত
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা করা

৩.৪. দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা

দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষ্যম্য ও সহিংসতা বিষয়ক ঘটনা (কেস)

খোদেজা বেগম (৪০)
মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

অভারের কারণে খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয় খোদেজা বেগমের। স্বামীর ঘরে এসে দেখে সেখানেও অভাব। সেভাগ্যকে মেনে অল্প বয়স থেকেই স্বামীর ঘরে এসে সংসার করতে শুরু করে। বিয়ের ৮ বছরে ৪টি সন্তানের মা হয়। স্বামীর একার আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। সংসারে নিত্য অশান্তি। সংসারে কিছু গড়মিল হলেই খোদেজার প্রতি স্বামীর নির্যাতন বেড়ে যায়। প্রতিবাদ করতে গেলে গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে। বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলে। খোদেজার কষ্ট হয়। বাপের বাড়ীতেও তার কোন অধিকার ছিলনা, স্বামীর বাড়ীতেও তার কোন অধিকার নেই। স্বামীর সংসারে অভাব দূর করতে এক সময় সে হাস পালন শুরু করে। এতে যা আয় হয় সে স্বামীর হাতে তুলে দেয়। সংসারের অভাব কিছুটা হলেও দূর হয়। খোদেজা নিজে আয় করলেও সংসারের কথা ভেবে সে নিজের জন্য কিছুই করেনা। এভাবেই চলছিল খোদেজাদেও সংসার। খোদেজা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করার জন্য কিছু কিছু করে সঞ্চয়ও করতে থাকে। একদিন সে স্বামীকে তার সঞ্চয় ও তার উদ্দেশ্যর কথা জানায়। স্বামী খুশি হয়। স্বামীর খুশি দেখে খোদেজাও আনন্দ পায়। স্বপ্ন দেখে সচ্ছলতার। কিন্তু সর্বনাশা আইলা তার সব স্বপ্ন এলোমেলো কর দিয়ে যায়। জীবন বাঁচাতে সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেয় উঁচু বাঁধে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে তার কষ্টের সঞ্চয়টাও ফেলে আসে। আইলা এমনভাবে আঘাত হেনেছিল যে এতসব মনে করার সময়ও পায়নি। শুরু হয় অবর্ণনীয় বাঁধের জীবন। একদিন স্বামী তার কাছে তার জমানো টাকা চায়। সে জানায় তাড়াহুড়োর সময় সে টাকা আনতে পারেনি। খোদেজার কোন কথাই সে শুনতে চায়না। স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আঘাত করতে থাকে। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারায় খোদেজা। জ্ঞান ফিরলে হাজারো প্রশ্ন তার হৃদয় তোলপাড় করে দেয় কিন্তু কোন উত্তর মেলে না।

প্রশ্ন-

১) খোদেজার প্রতি স্বামীর এই আচরণকে কী বলা যায়?
২) এই আচরণ সমর্থন করা যায়?
৩) খোদেজার প্রশ্নের উত্তর মেলে না কেন?

দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা

দুর্যোগে সাধারণত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যাবস্থা ভেঙে পড়ে। মানুষের জীবন ভয়ানক এক সংকটের মধ্যে পতিত হয়। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের উপর সহিংসতা ও বৈষম্যের আশংকা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। জীবন রক্ষার নানা আয়োজনে নারীর জীবন গুরুত্ব পায় না। সাধারণ সময়ে একজন নারী পরিবারে ও সামাজিক ভাবে যে ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় দুর্যোগের সময়ে এই অপরাধ প্রবণতা অকোংশেই বেড়ে যায়। এতে একদিকে যেমন পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তেমনি সমাজের বহু সুযোগ সন্ধানি মানুষ নানা ধরনের অপরাধ এবং সহিংসতার পথে পা বাড়ায়। এর শিকার প্রধানত নারীরাই বেশী হয়ে থাকে । আমরা যেমন দুর্যোগকালে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা নারীকে ও শারিরীক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে দেখি যেমন-

নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করা, নারীর মতামত অগ্রাহ্য করা, নারীকে ঝুঁকিপুর্ণ কাজে ঠেলে দেয়া, নারীর চাহিদা অগ্রাহ্য করা, বাল্য বিবাহ, নারীকে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে না দেয়া ইত্যাদি। অপরদিকে সামাজিকভাবেও নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা লক্ষ্য করা যায় যেমন, এ সময়ে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়, অপহরণ বেড়ে যায়, নারীর স্বাভাবিক চলাচল ব্যহত হয়, মেয়েদেও স্কুর জীবন থেকে ঝওে পরার হার বৃদ্দি পায়, বাল্য বিবাহ, নারী পাচারের ঝুঁকি ও ঘটনা বৃদ্ধি পায়।

৩.৫ নারীর জন্য দুর্যোগ ঝুঁক্হ্রিাস উদ্যোগে নারী নেতৃত্বের প্রতিবন্ধকতা

নারীর জীবনটা শুরুই হয় পারিবারিক এবং সামাজিক বৈষম্যের মধ্য দিয়ে। অথচ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের নারীরাই প্রথমত এবং প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীরা পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করার জন্য অনেক সময় নিজেদের জীবনকে বেশী ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন করে তোলে। এ জন্য দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা নারীর প্রতি অবহেলা ও বৈষম্যকেই দায়ী করা চলে। নিম্নে নারীর ঝুঁক্হ্রিাস কার্যক্রম ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো উল্লেখ করা হলো:

- পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নারীদের নেতৃত্ব এবং অধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহি হয় না;
- সমাজে নারী নেতৃত্ব মেনে না নেয়ার মানসিকতা;
- স্থানীয়ভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের সময় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়না বিধায় নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাগুলি প্রায়শই নির্দিষ্ট করা হয় না;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ণে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত;
- নারীর মতামত কম প্রাধান্য পায় বিধায় নারীর বিশেষ চাহিদাগুলি পরিকল্পনায় কম গুরুত্ব পায় পেলেও তার জন্য অর্থ বরাদ্দ ও কর্ম কৌশল গ্রহণ করা হয়না;
- নারী বান্ধব সতর্ক বার্তা প্রদান করা হয় না;
- নারীর একক ভাবে চলাফেরা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাধারণত পারিবারিক ও সামাজিক কিছু নিয়ম কানুন, বিধি নিষেধ ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়মগুলি অতিক্রম কওে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, বিভিন্ন উদ্যোগে ভূমিকা রাখা নারীর পক্ষে প্রায়শই কঠিন হয়ে যায়;
- সমাজ ও পরিবার নারীকে শুধুমাত্র পরিবারের দেখা শুনা বা রক্ষণাবেক্ষনের ভুমিকায় দেখতে চায় বিধায় নারীর পক্ষে তরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ কোন সিদ্ধান্তে ভুল হলে নারীর জন্য জবাবদিহী করা দুরুহ;
- আমাদের প্রচলিত সমাজে নারীকে সবসময় ভোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় উৎপাদক হিসেবে চিন্তা করতে শেখায় না;
- পরুষরা আয় করবে আর নারীর কাজ হলো গৃহে সংসার ও সন্তান লালন পান কর এ ধরনের মানসিকতা;
- অসম শ্রম বিভাজন
- তথ্য, সেবা ও সম্পদে নারীর অধিকার সীমিত;
- শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ কম;
- পরিবার,সমাজ সহ অনেক ক্ষেত্রেই নারীর মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই;
- নারীর কাজের বোঝা অনেক বেশী;
- দুর্যোগে নারীকে ত্রাণ, জ্বালাণি সংগ্রহসহ অনেক ঝুঁকি পূর্ন কাজে অংশ নিতে হয়;
- নারীর ভূমিকা ও কাজ গ্রহণ না করার মানসিকতা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ;

নারীবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক হলো নারী আর দুর্যোগকালে নিজের ও পরিবারের দুর্দশা লাঘবের দায়িত্ব নারীর উপর বর্তায়। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস নারীবান্ধব হওয়া বিশেষ জরুরি। এরজন্য দরকার নারী ও পুরুষের ঝুঁকি ও চাহিদাগুলো পৃথক করে দেখা, সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি, নারীর সক্ষমতা কাজে লাগানোর জন্য গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসা।

নারী ও পুরুষের ঝুঁকি ও চাহিদাগুলো ভিন্ন ধরনের। এটা সঠিকভাবে বুঝতে হলে তথ্য ও উপাত্ত এমনভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে নারী ও পুরুষের ঝুঁকির বিবরণ আলাদাভাবে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠী সার্বিকভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত শুধু এটুকু জানলেই চলবে না; বরং নারী ও পুরুষভেদে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদার পৃথক বিবরণও থাকতে হবে। যেমন- কতজন নারী কিংবা পুরুষ মারা গেছে; নারীর কী সম্পদ ক্ষতি হয়েছে ও পুরুষের কী সম্পদ ক্ষতি হয়েছে; কয়জন নারী গৃহহারা হয়েছে; কতজন নারী পরিবার প্রধানের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছে; নারীর চাহিদা কী ও পুরুষের চাহিদা কী।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ বা চাহিদা নিরূপণের সময় নারী ও পুরুষের এই লক্ষ্য বিবেচনায় নিয়ে অনুসন্ধানের বিষয় ও বিশ্লেষণ কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সকল স্তরে সমতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের অংগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ সক্ষমতা এসব বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়।

সর্তকবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মূল্যবোধ, আগ্রহ ও আচরণগত পার্থক্য বিবেচনায় নিতে হবে। এমনভাবে বার্তা রচনা করতে হবে যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ে তা সহজেই বুঝতে পারে। প্রচার মাধ্যমগুলো সকলের কাছে গ্রহণীয় হতে হবে। আর এমনভাবে প্রচার করতে হবে যাতে সতর্কবার্তা নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছে পৌঁছায়।

সাড়া প্রদান বা ত্রাণ বিতরণে নারীর বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে। ত্রাণ সামগ্রীর তালিকায় এমন সামগ্রী যোগ করতে হবে যা ঐ চাহিদাগুলো মেটাতে পারে ও নারীকে সন্তান পালন, পানি আনা, খাদ্য ও জ্বালানি সংগ্রহ, রান্না করা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা,

সহিংসতা ও নির্যাতন রোধ, সবজি বাগান ও হাঁসমুরগি পালন ইত্যাদিতে সহায়তা করে। এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে বঞ্চনা ও বৈষম্য কমে আসে ও নারীর পক্ষে তার উৎপাদন, পুরোৎপাদনমূলক কাজ ও সামাজিক ভূমিকা পালন করা সহজতর হয়। সেই সাথে বিতরণ প্রক্রিয়ায় নারীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করতে হবে ও নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

পূর্ব দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় ও শিখনসমূহ স্মরণ করতে পারবেন;
- কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করতে পারবেন।

মোট সময়: ৩০মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় পর্যলোচনা	বল নিক্ষেপ ও আলোচনা	টেনিস বল, ফ্লিপ সীট ও মার্কার	২৫ মিনিট
০৪	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	০৫ মিনিট

পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় পর্যলোচনা **২৫ মিনিট**

- দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সকলকে স্বাগত জানান;
- যে কোন একজন অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যে বল ছুড়ে দিন এবং তাকে পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় থেকে যে কোন একটি বিষয় ও শিখন বলতে বলুন;
- বলা শেষ হলে যদি সে সঠিকভাবে বলতে না পারে তা'হলে অন্য কাউকে বলতে বলুন এবং প্রয়োজনে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন;
- এরপর বলটি আর একজনের দিকে তাকিয়ে ছুড়ে দিতে বলুন এবং অনুরুপভাবে তাকেও বলতে বলুন;
- এভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটি শেষ করুন;
- কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করতে সহায়তা করুন।

ধাপ- ২: আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই **৫ মিনিট**

- আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন- ০৪
জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নারী নেতৃত্ব

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পেক্ষাপট;
- জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি;
- জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব।

মোট সময়ঃ ৯০মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট	বক্তৃতা আলোচনা	বোর্ড মার্কার	১৫ মিনিট
০২	জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি	রোল প্লে, প্রশ্ন উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	রোল প্লে ও নির্দেশানা, জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও গুরুত লিখিত পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্ট	৪৫ মিনিট
০৩	জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব	ঘটনা বিশ্লেষণ, প্রদর্শন ও আলোচনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব বিষয়ক কেস, নেতৃত্ব প্রদান কার্যক্রমের ছবি	১৫ মিনিট
০৬	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১ঃ জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- সহজ ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণ, যুক্তি দিয়ে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পেক্ষাপট বর্ণনা করুন;
- আপনার বক্তব্য যাতে অংশগ্রহণকারীগণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সেটি বিবেচনায় নিয়ে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন;
- বর্ণনা প্রদান শেষে ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীর এ বিষয়ে মতামত জানুন।

ধাপ- ২ঃ জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদেরকে অভিনয়ের জন্য দুটি দলে ভাগ করুন;
- দল দুটিকে পৃথকভাবে সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত অভিনয় নির্দেশনা অনুযায়ী অভিনয়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিয়ে প্রস্তুতি নিতে ১০ মিনিট সময় দিন;
- বিষয়বস্তু অনুযায়ী অভিনেতা নির্বাচন ও অভিনয় প্রস্তুতিতে সহায়তা করুন;

- প্রস্তুতি শেষে দল দুটিকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী জরুরী সাড়া দানের পৃথক পৃথক কৌশল দুটি ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ করুন;
- ভূমিকা অভিনয় শেষে, প্রদর্শিত অভিনয় দুটির বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করুন এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী অভিনয় দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করে কোন দলটির বিষয়বস্তু আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে তা জানতে চান;
- এক্ষেত্রে অবশ্যই ২য় দলের সমতা ও অংশগ্রহণমূলক জরুরী সাড়াদানের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করবেন অংশগ্রহণকারীরা;
- ভূমিকা অভিনয় থেকে পাওয়া শিক্ষণের ভিত্তিতে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা বিষয়ক ধারণা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনাগুলো জানুন;
- গ্রহণযোগ্য অভিনয়টিকে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত করে এবং প্রয়োজনে আরো ঘটনা/ উদাহরণ দিয়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিন;
- সহায়ক তথ্যের আলোকে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল নীতিসমূ ব্যাখ্যা করুন;
- প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/লিখিত পোস্টার পেপার প্রদর্শনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ করুন

ধাপ- ৩: জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব **১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব বিষয়ক ঘটনাটি উপস্থাপন করুন;
- উপস্থাপন শেষে কেস এর সাথে সংযুক্ত প্রশ্ন সমূহ করে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ষংগ্রহ করুন;
- উপস্থাপিত কেস এর সাথে মিলিয়ে আরো বাস্তব ঘটনা তুলে ধরুন;
- আলোচনা করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব ব্যাখা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই **৫ মিনিট**

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন- ০৪
জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নারী নেতৃত্ব

৪.১ জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট

আমাদের নারীরা দীর্ঘকাল ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। বেষম্য ও নির্যাতন ও পরাধীনতা নারীকে ক্রমশ শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল করে রেখেছে। সমাজে গড়ে ওঠা বৈষম্যমূলক সংস্কৃতি নারীর চিন্তা, অংশগ্রহণ, ক্ষমতা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। এদেশের নারীরা নিজ পরিবার, সমাজসহ সর্বত্র বৈষম্য, বঞ্চনা ও ভয়াবহ বৈরী এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করে আসছে। এটাই আবাহমান কাল ধরে চলে আসা নারীদের চিত্র। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূচনায় নারীদের অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা অনূভব করা হয়। এবং এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগিদের দিক থেকে একটি চাপও আসতে থাকে। সরকার নারীর অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করে নানা পদক্ষেপ ও কর্মকৌশল। সরকারী - বেসরকারী নানা উদ্যোগে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ অনেক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে কিন্তু নারীর সিদ্ধান্তগহণ তার চাহিদা, সমমর্যাদা, অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্র গুলোতে বৈষম্যতার প্রত্যাশিত পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। প্রক্রিয়াটি বা এপ্রোচটিই এমন ছিল যে পুরো কর্মকান্ডে নারীর জন্য বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সুযোগ সৃষ্টি করা অথবা নারীকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয়া। এ ধরনের গতানুগতিক চর্চা ও অনূশীলন নারীর মর্যাদা তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় খুব একটা সহায়ক হয়নি। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিরও আশানুরুপ পরিবর্তন ঘটেনি। এর বড় প্রমান আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই।

আমাদের দেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গনের মত দুর্যোগ আমাদের নিত্য দিনের সংগী। এসব দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়ে নারী, শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী ও প্রতিবন্ধিদের উপর। নারীদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও প্রথাগত কিছু নিয়ম নীতি নারীদের জীবনকে আরো বেশী সংকটাপন্ন করে তোলে। ঝুঁকিহ্রাস ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমেও নারীর অধিকার, নেয্যতা ও সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিষটিও সব সময় আলোচিত হয়ে থাকে। এখানেও একইভাবে নারীর অংশগ্রহণের সেই গতানুগতিক ধারাটি প্রচলিত রয়েছে। ফলে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও জীবন রক্ষায় কার্যকর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এছাড়া বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাটিও এখন পর্যন্ত চর্চা ও অনূশীলনে পুরোপুরি জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে ওঠেনি। এসব দিকগুলো গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেই বাংলাদেশ সরকার তার লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণে কর্মকৌশলের পরিবর্তন এনেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এসওডিতে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে সরকাওে কৌশল হলো, কর্মসূচি বাস্তবায়নে এমন এপ্রোচ বা কর্মপন্থা অবলম্বন করা যাতে করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারী পুরুষ সম্বিলিতভাবে সমঅংশগ্রহণ ও মর্যাদার ভিত্তিতে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৪.২ ভূমিকা অভিনয়ের বিয়বস্তু ও অভিনয় নির্দেশনা-১

সাধারণভাবে জরুরী সাড়াদানের গতানুগতিক বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। এখানে একদল অভিনেতা/ অভিনেত্রী যারা স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, কর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন কর্মীরা সতর্ক বার্তা ঘোষণা করবে, প্রস্তুতি নিতে বলবে, পরিবারে স্বামী এসে সকলকে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে বলবে, স্ত্রীর মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে, এক্ষেত্রে আমাদের বাস্তববতায় সাধারণভাবে আমরা যেটা দেখি সেটি অধিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

অভিনয় নির্দেশনা- ২

এই অভিনয়টি প্রদর্শনের জন্য অভিনেতাদের বিশেষভাবে নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। এই সাড়াদানের বিষয়টি দেখাতে হবে জেন্ডার রেসপনসিভ। এই সাড়াদান প্রক্রিয়াতে দেখা যাবে নারী পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করছে। জরুরী সাড়াদানের বিষয়টি হবে উভয়ের জন্য মর্যাদাপুর্ন, চাহিদা ভিত্তিক। এই অভিনয়টিতে একদল অভিনেতা/অভিনেত্রী নারী বান্ধব সতর্কবার্তা প্রদান, আশ্রয় কেন্দ্রে গমনে সহায়তা, পরিবারে নারী ও পুরুষের যৌথ প্রস্তুতি, জেন্ডার বান্ধব আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি লক্ষ করা যাবে।

গতানুগতিক দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা (দল নং -১)	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা (দল নং -২)
• সতর্ক বার্তায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় প্রস্তুতি ও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষন; • উদ্ধার ও অপসারনে জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন ; • জরুরী ত্রান বন্টনে জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা পূরনে পদক্ষেপ গ্রহণ; • আশ্রয়কেন্দ্রে জনগোষ্ঠীর বিশেষ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহন।	• সতর্ক বার্তায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রস্তুতি ও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষন; • উদ্ধার অপসারনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ; • জরুরী ত্রান বন্টনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ; • আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহনণ।

৪.২. জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি

জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স হলো নারী পুরুষের একটি সমন্বিত উদ্যোগ এবং কর্মপন্থা । আমাদের দেশে নারীরা পরিবারিক ও সামাজিকভাবে বিপদাপন্ন। দুর্যোগে এই ঝুঁকি ও বিদাপন্নতার মাত্রা বহুগুনে বেড়ে যায়। কাজেই জেন্ডার বলতে পৃথকভাবে নারীকে না বোঝালেও জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীদেরকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। ***জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ঝুঁকিহ্রাস, চাহিদা, অংশগ্রহণ, অধিকার এবং মর্যাদার মত বিষয়গুলোতে অধিকারভিত্তিক ইতিবাচক সাড়া প্রদান করতেহবে। সকল পর্যায়ে অর্থাৎ চাহিদা নিরুপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নে নারী পুরুষ সমতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে*** । নারীর প্রতি অসম দৃষ্টি ভঙ্গি নয় বরং নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়গুলো সমভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে। জরুরী সাড়া প্রদানে নারী পুরুষ যৌথ উদ্যোগ ও সক্ষমতা অর্জন করবে এবং একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে যার মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ ধরে রাখার সামগ্রীক প্রচেষ্টাটিও অব্যাহত থাকবে।। জেন্ডার বিবেচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নারী পুরুষ একত্রে মিলে বৈষম্যহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হবে জেন্ডার সংবেদনশীল এবং এখানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অন্তরায় গুলো দূর করবে ।

জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

- বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়ক হবে;
- নারীর অধিকার মতামত, অংশগ্রহণ,মর্যাদা নিশ্চিত হবে;
- নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে;
- চাহিদা নিরুপণে নারীর মর্যাদাপূর্ণ সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে;
- জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে
- নারীর দুর্যোগ ঝঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস পাবে;

- নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সকল স্তরে জেন্ডার-সমতা ও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দুর্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও সম্প্রদায়কে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার-সমতা অন্তর্ভুক্তির মূলনীতি নিম্নরূপ:

১. জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বয় প্রক্রিয়া

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা এককভাবে সম্ভবপর নয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয় বা নির্দিষ্ট সংস্থা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে তা অর্জন করা যাবে না। দুর্যোগে সকল খাতই যেহেতু কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে, তাই জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনায় চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে, কৌশল গ্রহণ, সম্পদ জোগান পর্যন্ত সকল কাজে সমন্বয় থাকতে হবে, যেমন:

- দুর্যোগ-পরবতী চাহিদা নিরূপণ জেন্ডার ইস্যু নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন সংগঠনের সমন্বয়ে কাজ করা;
- লিঙ্গবিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একযোগে কাজ করা;
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জন্ডোর-সমতা অন্তর্ভুক্ত করতে জেন্ডার পরামর্শকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত গ্রহণ করতে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে একটি জেন্ডার-বিষয়ক নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। যাদের ভূমিকা হবে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরকে জেন্ডার-সমতা অর্জনে পরামর্শ, সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা।

২. জেন্ডার-সমতাভিত্তিক অংশ্রগহণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব

নারী-পুরুষ উভয়েই ভিন্ন মাত্রায় দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এদের প্রত্যেকের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা ও চাহিদা ভিন্ন হয়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-পুরুষের সমভাবে অংশগ্রহণ করা, মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখা জরুরি। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময়ে নারী, পুরুষের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা এবং নিশ্চত করা যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে প্রাধান্য পাবে;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে বা স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ককে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে নেতৃত্ব বিকাশমূলক প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা ও নারীর জন্য নিরাপত্ত বলয় তৈরি করা

জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর ও সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যক্তির জীবন যেন যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত থাকে, এ বিষয়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সুরক্ষা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও আচারণবিধি মেনে চলার একটি প্রক্রিয়ায় রাখতে হবে।

৪. জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণে জেন্ডার রূপান্তরমূলক উদ্যোগ গ্রহণ

নারীকে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ বা ‘বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী’ বা ‘পিছিয়ে থাকা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী’ হিসেবে বিবেচনা করে শুধু তাদের কিছু চাহিদা পূরণ করলেই জেন্ডার-সমতা অর্জিত হবে না। জেন্ডার-সমতা অর্জন করতে চাইলে নারীর প্রতি সমাজে যে বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক কাঠামো, সংস্কৃতি ও মনোভাব বিদ্যমান, তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দুর্যোগ যেহেতু সমাজের বিদ্যমান কাঠামো ও ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেহেতু সেখানে সমাজের প্রচলিত নারী-পুরুষের ভূমিকা ও ক্ষমতাকাঠামোকে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে, যেমনঃ সাইক্লোন সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা অঞ্চলের শরণখোলা এলাকা যেখানে সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে নারীরা আগে কখনো গৃহের বাইরে এসে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেনি, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়বৃদ্ধির জন্য প্রথম গৃহের বাইরে এসে মাটি কাটার কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হলো, যা নারীকে ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করবে, এমন পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে যে অর্থের বিনিময়ে কর্মসূচি নেওয়া হবে, সেখানে নারীদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে সরাসরি অর্থ প্রদান করা। এতে করে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নারীর প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি তার সামাজিক গতিশীলতা বা বাড়ির বাইরে চলাচল বাড়বে,যা তার ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি। উল্লেখ্য যে ঘূর্ণিঝড় আইলা-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত নারী, যারা রাস্তা নির্মাণে মাটি কাটার বিনিময়ে অর্থ পেয়েছেন, তাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংক মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে। তবে অব্যশই লক্ষ রাকতে হবে যে, রূপান্তরমূলক যেকোনো উদ্যোগ যেন নারীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে, তাদের চাহিদা ও তাদের সক্ষমতার এবং সর্বোপরি তাদের পরিবারের ও সম্প্রদায়ের (কমিউনিটির) সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়।

৪.৩

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব ও এর গুরুত্ব

দুর্যোগ মোকাবেলা করা, ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং দুর্যোগের পরে কি কি করা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা ও সেগুলো ভালোভাবে করতে পারাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। আর এ কাজগুলোতে আমরা নারীকে সব সময় মূখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখি।

নারীরা দুর্যোগকালে বাইরের সাহায্য আসার অপেক্ষায় বসে না থেকে নারী তার নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল কাজে লাগিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করে, আর এভাবেই নারী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকাই পালন করে থাকে। দুর্যোগ ঘটার পরপরই নারী সর্বপ্রথম স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করার জন্য এগিয়ে আসে। দুর্যোগ জনিত দুর্দশা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সে পরিবারের সকল কাজের দায়িত্ব নেয়, সকলকে পরিচালিত করে। আবর্জনা পরিষ্কার করে ও থাকার জায়গা ঠিক করে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘরের জিনিসপত্র এক জায়গায় জড়ো করে। পরিবারের সবার জন্য পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করে। আহত লোকজনের সেবাযত্ন করে। দুর্যোগের ফলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের পুরুষ আয় রোজগার হারায়। তখন তারা ত্রাণ সহায়তার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। ত্রাণ সহায়তা সাধারণত সময়মত এসে পৌঁছায় না। আর যেটুকু আসে তা পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত হয়না। এই সংকটকালে পরিবারের সকলকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও রোগব্যাধির হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নারীর উপর এসে পড়ে। নারী খুব স্বাভাবিকভাবেই এসব দায়িত্ব নেয়। পানি সংগ্রহ করে, খাবার জোগাড় করে, রান্নাবান্না করে ও সন্তানের পরিচর্যা করে। এভাবেই দুর্যোগ কালে নারী নেতৃত্ব দেয়।

এছাড়াও, স্বাভাবিক সময়ে নারী দুর্যোগের ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করে আর এর জন্য আগে থেকেই বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেয়। যেমন- নারী বন্য বা জলাবদ্ধতার কথা মনে রেখে আলগা চুলা তৈরি করে রাখে; দুঃসময় মোকাবেলা করার জন্য শুকনো খাবার আর সঞ্চয় করে রাখে। নারীর এ ধরনের ভূমিকা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় নারীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব প্রদানের মত দায়িত্বে আনা সম্ভব হলে কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব প্রসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপিনা কমিটির করণীয়

নারীর নেতৃত্ব প্রসারে ইউডিএমসি যা করতে পারে তাহলো, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কাজের সব পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা; যেমন-

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সরকারী বেসরকারী সকল প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর অংশগহণের নিশ্চিত করা ঃ** নারী যেহেতু পরিবারের কেন্দ্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করে, কাজেই মানবিক সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা তৈরির সময় ও চাহিদা নিরূপনের সময়ও নারী গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক তথ্য প্রদানকারী হিসাবে অংশ নিতে পারে। এটি নারীর জন্য সুযোগ দেয়া নয়। এটা তার অধিকার। দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে পারে। কাজেই নারীকে নেতৃস্থানীয় সদস্যপদ প্রদান করলে এবং তাকে মতামত প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা তৈরি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে, কাজের পরিবেশ নারীর জন্য উপযোগী না হলে নারীর পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবেনা। নারীর ঘরসংসারের কাজ অনেক এবং এগুলো নিয়মিত ও সময়মত করতে হয়। নারীর ঘরের কাজ না কমালে নেতৃতেব বিষয়টি তার জন্য বোঝা হয়ে যাবে। কমিটি মিটিং, পরামর্শ সভা বা ঝুঁকি বিশ্লেষণের কাজগুলো যদি নারীর উপযোগী সময়ে করা হয় তাহলে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। এছাড়া, ইউডিএমসি কাজের পদ্ধতিগুলো যাচাই করে দেখতে হবে সেগুলো কতটা নারীর কাজের কতটা সহায়ক। না হলে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

- **সামাজিকভাবে নারীর অংশগহণ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সকল পর্যায়ে/ মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা ঃ** নারী-পুরুষ এক সাথে কাজ করবে, নারী নেতৃত্ব দেবে এটা যেন জনগোষ্ঠী সহজভাবে নিতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে এবং নারীকে কাজে উৎসাহিত করতে হবে, কোনভাবেই তিরস্কার বা বাধা প্রদান না করা। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অংশগ্রহণ যেন নারীকে কোন চাপের মধ্যে না ফেলে। সমাজের সবাই যেন মনে করে এটা নারীর জন্য একটা স্বাভাবিক কাজ। যাতে এসব কাজে অংশগ্রহণ নারীর জন্য মর্যাদাপূর্ণ ও দরকারি বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়, পরিবার সমাজে সবাই যেন এ বিষয়ে নারীকে সাহায্য করে সেজন্য প্রয়োজনে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে ।

- **নারীর সক্ষমতা, মতামত ও পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা -** নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন। নারীর পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এখানে মূল বিষয় হল নারীর চোখে বিষয়টি দেখা ও নারীর অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কর্মসূচি ঠিক করা। নিজের কোন মতামত নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া বা কৌশলে নারীর মতামত বলে চালিয়ে দেয়া ঠিক হবেনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে জড়িত হবে কি না হলে কতটুকু হবে তা নারীকেই ঠিক করতে দিতে হবে। জবরদস্তি করা বা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবেনা। এটা করা হলে নারীর মতামত ও পরামর্শ গুণগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

অধিবেশন- ০৫

নারীর নেতৃত্ব বিকাশ ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে দুর্যাগ ঝুঁকিহ্রাসে সরকারী নীতিমালা ও আইন

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
- সরকারী স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯, আদেশাবলীতে জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা
- নারী উন্নয়ন নীতিমালা
- আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ নীতিমালা ও আইন

মোট সময় : ৩০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, সরকারী স্থায়ী আদেশাবলীর জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা, নারী উন্নয়ন নীতিমালা, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ নীতিমালা	দলীয় পাঠ, বিশ্লেষণ, উপস্থাপন ও আলোচনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, সরকারী স্থায়ী আদেশাবলীর জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা, নারী উন্নয়ন নীতিমালা, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ নীতিমালা	২৫ মিনিট
০৩	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা — ২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান;
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা,ঝুঁক হ্রাস উদ্যোগের প্রতিবন্ধকতা, জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা পেয়েছি। এ পর্যায়ে আমরা নারীর ঝুঁকিহ্রাস, প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও জেন্ডার রেসপনন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নারীর নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক যে নীতিমালা রয়েছে তা আলোচনা করবো। এসব নীতিমালা সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন সম্ভব হলে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ বাস্তবায়ণে সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব হবে।
- এরপর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/পোস্টারে নীতিমালা সমূহের জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়ক অংশটুকু পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন ও আলোচনা করুন;
- অংশগ্রহণকারীগণের কাছে বিষয়গুলো বোধগম্য হচ্ছে কিনা তা জানতে আলোচনার মাঝে মাঝে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন করুন।
- এরপর এসওডি এর জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়ক অংশটুকু হ্যান্ডনোট আকারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করুন।

ধাপ- ৩: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই — ৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন- ০৫
নারীর নেতৃত্ব বিকাশ ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে দুর্যাগ ঝুঁকিহ্রাসে সরকারী নীতিমাল

৫.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল নীতি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদে জনগোষ্ঠির, বিশেষ করে, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির ঝুঁকিগুলো কমিয়ে সহনীয় মানবিক পর্যায়ে আনা এবং বড় আকারের দুর্যোগ মোকাবেলা করার সামর্থ্য অর্জন করা। এতে দুইটি প্রধান মূলনীতি রয়েছে-

- ঝুঁকিহ্রাস, এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
- জরুরি অবস্থায় সাড়া দেওয়া, এর মধ্যে রয়েছে সাড়াদানের প্রস্তুতি গ্রহণ, আপদ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার, স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত। তবে, সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ক দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ নিজ পরিকল্পনা তৈরি করে।

৫.১.১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

৫.২.২. নির্দেশনা কাঠামো

ঝুঁকিহ্রাসমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার জন্য এই নির্দেশনা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-

<u>নির্দেশনা কাঠামো</u>

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২**
  - দুর্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা করে;
  - দুর্গত এলাকা ঘোষণা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশ গ্রহণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও পরিচালনা, এবং অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়;

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-** বাংলাদেশ দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের আইনগত ভিত্তি। এই আইন দুর্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা করে। এছাড়াও এই আইন দুর্গত এলাকা ঘোষণা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশ গ্রহণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন, পরিচালনা এবং অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।

- **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-** বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ব্যবস্থা রূপরেখা প্রদান করে। এই স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, পূর্ব-প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। একই সাথে, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন প্রশাসন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশি-ষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কাঠামো এবং এদের ভূমিকা ও দায়িত্বের বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও, এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার উল্লেখসহ সরকার এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে

সহায়ক তথ্য ৫.২.

পরিশিষ্ট ১৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা-বিষয়ক' নির্দেশিকা

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা'র গুরুত্ব

জরুরি পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বেশি বিপদাপন্নতার মধ্যে থাকে। এরা বিভিন্নভাবে দুর্যোগের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মানুষের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভবপর হলেও, দুর্যোগের ফলে নারী ও শিশু মৃত্যুহার পুরুষের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে এখনো বেশি। একই সময়ে তারা প্রায়শই দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের বিভিন্ন কার্যক্রমসহ মানবিক সহায়তার জন্য পরিচালিত কর্মসূচিতেও অদৃশ্য থাকে বা অন্তর্ভুক্ত হয় না। যার ফলে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ সাড়াদানের যে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, সেখানে তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা বা মতামতের প্রতিফলন হয় না। দুর্যোগঝুঁকি কমানো টেকসই উন্নয়নের একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এজন্য 'জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি' প্রয়োজন।

পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নীতি প্রভাব রাখে। নারী প্রতি পারিবারিক সহিংসতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বিদ্যমা, ফলে প্রতিফল দুর্যোগের ক্ষেত্রে অনেক বেশী হয়।

বিভিন্ন দুর্যোগে ভুক্তভুগী নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশী হলেও ভুক্তভুগী তালিক প্রনয়ন ও ত্রান বিতরনে নারীদের নেতৃত্বে দেখা যায় না।

এই নীতিমালা চলমান পরিস্থিতি পরিবর্তনে সহায়তা করবে, তবে সদস্য হিসেবে আপনার ভুমিকা গুরুত্ব অনেক।

২. জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সকল স্তরে জেন্ডার-সমতা ও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দুর্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও সম্প্রদায়কে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার-সমতা অন্তর্ভুক্তির মূলনীতি নিম্নরূপ:

২.১ জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বয় প্রক্রিয়া

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা এককভাবে সম্ভবপর নয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয় বা নির্দিষ্ট সংস্থা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে তা অর্জন করা যাবে না। দুর্যোগে সকল খাতই যেহেতু কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে, তাই জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনায় চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে, কৌশল গ্রহণ, সম্পদ জোগান পর্যন্ত সকল কাজে সমন্বয় থাকতে হবে, যেমন:

- দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ জেন্ডার ইস্যু নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন সংগঠনের সমন্বয়ে কাজ করা;
- লিঙ্গবিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একযোগে কাজ করা;
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জন্ডোর-সমতা অন্তর্ভুক্ত করতে জেন্ডার পরামর্শকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত গ্রহণ করতে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

দুর্যোগেকালীন অশ্রয় কেন্দ্রে, পরবর্তীতে ত্রান বিতরন ও সমন্বয়ের সময়ে নারীর নেতৃত্ব ও চাহিদা সমুহ পুরনে, দুর্যোগের নেতিবাচ বিরুপ প্রভাব থেকে নারীকে মুক্ত রাখার সুযোগ তৈরী হয়েছে।

- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে একটি জেন্ডার-বিষয়ক নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। যাদের ভূমিকা হবে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরকে জেন্ডার-সমতা অর্জনে পরামর্শ, সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা।

২.২ জেন্ডার-সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব

নারী-পুরুষ উভয়েই ভিন্ন মাত্রায় দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এদের প্রত্যেকের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা ও চাহিদা ভিন্ন হয়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-পুরুষের সমভাবে অংশগ্রহণ করা, মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখা জরুরি। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময়ে নারী, পুরুষের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা এবং নিশ্চত করা যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে প্রাধান্য পাবে;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে বা স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ককে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে নেতৃত্ব বিকাশমূলক প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দুর্যোগ কমিটিতে অংশগ্রনকারী নারী ও গ্রামের অগ্রগামী নেতৃত্ব রয়েছেন এমন নারীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে।

২.৩ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা ও নারীর জন্য নিরাপত্ত বলয় তৈরি করা

জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর ও সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যক্তির জীবন যেন যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত থাকে, এ বিষয়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সুরক্ষা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও আচারণবিধি মেনে চলার একটি প্রক্রিয়ায় রাখতে হবে।

২.৪ জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণে জেন্ডার রূপান্তরমূলক উদ্যোগ গ্রহণ

নারীকে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ বা ‘বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী’ বা ‘পিছিয়ে থাকা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী’ হিসেবে বিবেচনা করে শুধু তাদের কিছু চাহিদা পূরণ করলেই জেন্ডার-সমতা অর্জিত হবে না। জেন্ডার-সমতা অর্জন করতে চাইলে নারীর প্রতি সমাজে যে বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক কাঠামো, সংস্কৃতি ও মনোভাব বিদ্যমান, তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দুর্যোগ যেহেতু সমাজের বিদ্যমান কাঠামো ও ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেহেতু সেখানে সমাজের প্রচলিত নারী-পুরুষের ভূমিকা ও ক্ষমতাকাঠামোকে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে, যেমন: সাইক্লোন সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা অঞ্চলের শরণখোলা এলাকা যেখানে সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে নারীরা আগে কখনো গৃহের বাইরে এসে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেনি, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়বৃদ্ধির জন্য প্রথম গৃহের বাইরে এসে মাটি কাটার কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হলো, যা নারীকে ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করবে, এমন পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে যে অর্থের বিনিময়ে কর্মসূচি নেওয়া হবে, সেখানে নারীদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে সরাসরি অর্থ প্রদান করা। এতে করে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নারীর প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি তার সামাজিক গতিশীলতা বা বাড়ির বাইরে চলাচল বাড়বে,যা তার ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি। উল্লেখ্য যে ঘূর্ণিঝড় আইলা-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত নারী, যারা রাস্তা নির্মাণে মাটি কাটার বিনিময়ে অর্থ পেয়েছেন, তাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংক মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে। তবে অবশ্যই লক্ষ রাকতে হবে যে, রূপান্তরমূলক যেকোনো উদ্যোগ যেন নারীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে, তাদের চাহিদা ও তাদের সক্ষমতার এবং সর্বোপরি তাদের পরিবারের ও সম্প্রদায়ের (কমিউনিটির) সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়।

চলমান পারিবারিক ও সামাজিক নারী-পুরুষের জন্য বৈষম্যমূলক নিয়ম, নীতি ও কাঠামো, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে বিভিন্ন সভায় ও পরিবার ভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে দুর্যোগকালী এই নীতির সুফল পাওয়া যাবে

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে ‘জেন্ডার সংবেদসশীলতা’ নিশ্চিতকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক সমাজ সংগঠন, কমিউনিটি-বেজড্ সংগঠন, রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কাজ করে। এদের প্রত্যেকেরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যে কর্মপরিধি তার প্রতিটি ধাপেই জেন্ডার সংবেদনশীলতার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। নিম্নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে কীভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি নিশ্চিত হবে, তার তালিকা নিম্নরুপ:

সরকারের এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নিচের বিষয় গুলি পুরনের জন্য কমিটির সভা গুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহন করে যুক্তি সহকারে সভার মতামতকে নারীর পক্ষে নিতে হবে। এখানে দেওয়া সব কাজ গুলি সব পর্যায়ের জন্য না হলে জেন্ডার বিষয়ক কাজ গুলি সব জায়গার জন্য

১. দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ	
লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ দুর্যোগপূর্ব সভায় এবিষয় আলোচনা করে নিশ্চিত করতে হবে তথ্য সংগ্রহ দলে কোন নারী সদস্য আছে কিনা, না থাকলে রাখার	▪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দুর্যোগ ও ত্রাণ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে লিঙ্গ-বিভাজিত বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। ▪ লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত কে, কীভাবে, কী কী তথ্য সংগ্রহ করবে কার কাছে প্রদান করবে, কে অনুমোদন করবে সে লক্ষ্যে একটি নীতিমালা তৈরি করা। ▪ এ তথ্য সংগ্রহের জন্য একদল প্রশিক্ষিত গ্রুপ প্রস্তুত রাখা, যেন তারা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়েও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই গ্রুপে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা।

জেন্ডার সংবেদনশীল আপদকালীন পরিকল্পনা	▪ দুর্যোগ সাড়াপ্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক সাড়াদানকারী দল প্রস্তুত রাখা এবং সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকবে। ▪ সারা বাংলাদেশে যে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম আছে, সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ যথাসম্ভব সমানুপাতিক হারে থাবকে। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে তার প্রশিক্ষণ থাকবে। ▪ সরকারি ও বেসরকারিভাবে যে আপদকালীর মজুত থাকে, সেখানে নারী ও শিশুদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র ও মাসিকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মজুত থাকবে।
জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	▪ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে সময় জেন্ডার সংবেদনশীল টুলস ব্যবহার করে নারীদের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা। ▪ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও কমিউনিটির আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা	▪ নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ সমানুপাতিক হারে নিশ্চত করা। ▪ কর্মপরিকল্পনায় নারী কর্তৃক চিহ্নিত প্রয়োজন ও মতামত যেন অন্তর্ভুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করা। ▪ স্থানীয় নারীপ্রধান সয়গঠনগুলো ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
কমিউনিটিতে জেন্ডার সংবেদনশীল সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি	▪ দুর্যোগে নারী কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় ও কীভাবে তা মোকাবিলা করে এবং নারী কীভাবে তার সমক্ষতার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে, সে বিষয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতা তৈরি করে। ▪ কমিউনিটির জেন্ডার-সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যসহ অন্যান্য নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ সতর্ক বার্তা ও তা নারীদের কাছে পৌঁছানো	▪ দুর্যোগ সতর্ক সংকেত যেন নারীদের কাছে পৌঁছায় তা খেয়াল রাখা। ▪ সতর্ক সংকেত প্রদান গ্রুপে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ- পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ টুলস তৈরি	▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলসসমূহে জেন্ডার ইস্যু-বিষয়ক প্রশ্ন রাখা। ▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলস তৈরির সময় জেন্ডার-সমতাবিষয়ক পরামর্শকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষিত দলে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চিত করা।

২. দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ

- দুর্যোগ-পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির নিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা।
- জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তভূক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা। সেক্ষেত্রে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে, দুর্যোগপূর্ব জেন্ডার-বিষয়ক কী কী তথ্য ইতোমধ্যে প্রস্তুত আছে, তার উপর ভিত্তি করেই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী তথ্য সংগ্রহ করা এবং দুর্যোগে কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা নিশ্চিত করা।
- আলাদাভাবে জেন্ডার চাহিদা নিরূপণ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তা দুর্যোগ শুরুর অন্তত ১ মাসের মধ্যে করাই উপযুক্ত। সম্ভব না হলে ২ মাসের মধ্যে াবশ্যই করতে হবে। 'জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন গ্রুপকে' সক্রিয় থাকেতে হবে।
- চাহিদা নিরূপণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নারী-পুরুষের প্রয়োজন ও চাহিদা উপযোগী কর্মসূচী লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করা।

দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তা প্যাকেজে নারীর চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও সম্পদ সংগ্রহ
▪ জরুরি মানবিক সহায়তা-বিষয়ক বিভিন্ন সেক্টরের (খাদ্যনিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পানি ও পয়োনিস্কাশন ইত্যাদি) কার্যক্রম ও তার কৌশল নির্ধারণে জেন্ডার ইস্যুগুলো অন্তভূক্ত করা; বিশেষ করে নারীর চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা-কার্যক্রম প্রণয়ন, সহায়তা-কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিশ্চিত করা। ▪ জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জন্য যে প্রস্তাবনা বা কর্মপরিকল্পনা থাকবে, তার লগ-ফ্রেম ও সূচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেন্ডার ইস্যু অন্তভূক্ত করা। নিশ্চিত করতে হবে যে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম নারী পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে এবং তার উল্লেখ লগ ফ্রেমের উদ্দেশ্যে ও সূচকে উল্লেখ থাকবে। ▪ জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় ও বাস্তবায়নে যে মানবসম্পদ নিযুক্ত হবে, সেখানে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জরুরি সহায়তা কর্মসূচির কর্মকর্তা ও কর্মীর জন্য যে আচারণবিধি থাকবে, সেখানে নারী-পুরুষের প্রতি সমান মর্যাদা জ্ঞাপনসহ যেকোন ধরনের যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানি থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অন্তভূক্ত করা। ▪ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রকিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়টি অন্তভূক্ত করা। এ বিষয়ে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিও কার্যক্রমে অন্তভূক্ত করা। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিকারের জন্য পরামর্শ (Referral) ব্যবস্থা কী হবে তা কর্যক্রমে অন্তভূক্ত করা। ▪ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে জেন্ডার বাজেটিং নিশ্চিত করা, অর্থাৎ কর্মসূচির কতখানি নারীর সমমর্যাদা ও নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণে ব্যয় হবে, তার উল্লেখ রাখা। ▪ প্রয়োজনে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য আলাদা সম্পদ সংগ্রহ করা। এ বিষয়ে সরকারকে আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ, জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে হবে। ▪ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী প্রধান সংস্থা/সংগঠনের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে এদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ
▪ মানবিক সহায়তা প্রদানে ও বন্টনের ক্ষেত্রে নারীর নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা করা, যেমন: মানবিক সহায়তা বন্টনের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য অলাদা সারি রাখা, নারীদের মতামতের ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা বন্টনের উপযুক্ত সময় নির্বাচন ইত্যাদি। ▪ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা কতখানি বিবেচিত হচ্ছে তা পরিমাপ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কিছু মানদন্ড তৈরী এবং তার আলোকে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জেন্ডার নিরীক্ষা (অডিট) করা। ▪ দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কাছে বিষেশ করে নারীদের কাছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে, মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে তারা কতখানি সন্তুষ্ট বা তাদের কোনো ফিডব্যাক আছে কি না, তা জানা যেতে পারে। বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও মানবিক সহায়তা কর্মী দ্বারা যেকোনো যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানির বিষয়ে গোপনীয়তার সঙ্গে তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে একটি ধারাবাহিক মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৫. মূল্যায়ন ও শিক্ষণ
▪ জেন্ডার সংবেদনশীল 'ভালো ইদাহরণ' ও 'কেস স্টাডি' নির্বাচন ও প্রচার করা। এ কাজটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যকর অংশগ্রহণ ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতা নেওয়া। ▪ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কী ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে কী প্রশিক্ষণ হয়েছে, তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে অন্তভূক্ত করা। বিশেষ করে, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের জন্য যে জাতীয় প্রতিবেদন তৈরি হবে, সেখানে বিষয়টি আলাদাভাবে অন্তভূক্ত করা। ▪ দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নতুন কোনো জেন্ডার-বিষয়ক ইস্যু আবির্ভূত হলো কি না, সে সম্পর্কেও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা।

৫.৩ নারী নীতিমালা

নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর অধিকার, নারীর প্রতি আচরণ, নারীর মর্যাদা, অংশগ্রহণ এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশানা সন্নিবেশিত রয়েছে।

৫.৪. আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১

১৯৭০, ১৯৯১, ২০০৭ ও ২০০৯ বালাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। অপর দিকে দেশের ও দেশের মধ্য অঞ্চলে বন্যায় প্রায় প্রতি বছর অনেক জান মালের ক্ষতি সাধিত হয়। বিগত দুর্যোগ গুলোতে সবচেয়ে নারী শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এক সময় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা ছিল। বর্তমানে মানুয়ের জীবন ও মূল্যবান সামগ্রী রক্ষার জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে যদিও এ সংখ্যা এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনা যথাযথ না হওয়ার দরুন এর উদ্দেশ্য আশানুরুপ অর্জিত হয়নি। বিশেষ করে নারী, শিশু বয়স্ক, প্রতিবন্ধিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে এখনো কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আশ্রয়কেন্দ্র গুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য বাংলাদেশ সরকার আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই নীতিমালায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, জেলা, উপজেলাসহ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত গ্রহণ করতে হবে;
- স্থানীয় পর্যায়ে উপকারভোগীদের অনেক সংগঠন রয়েছে তাদেরকে কেন্দ্র নির্মাণকালে যুক্ত করতে হবে যাতে তারা ওে ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা পালন করতে পারে;
- বিপদাপন্ন জনগেষ্ঠি যাতে প্রয়োজনে দ্রুত আশ্রয কেন্দ্রে যেতে পারে সেজন্য বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির দেড় কিলোমিটারের মধ্যে নির্মাণ করতে হবে;
- নারী, শিশু, বয়স্ক, অসুস্থ, গর্ভবতী নারী ও প্রতিবন্ধিদেও জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, স্থান এবং টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে বিশেষ কওে নারীদের জন্য পৃথক ঘরের কথা বলা হয়েছে এই নীতিমালায়;
- দুর্যাগকালীন আম্রয় কেন্দ্রগুলোতে পানি, আলো, নিরাপত্তা, খাদ্য, জরুরী অসুধ পত্র ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
- সাবিকভাবে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপালন করবেন এছাড়া স্থানীয় সংগঠন, রেড ক্রিসেন্ট এর ভলেন্টিয়ার, সিপিপি এর ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা করবে।

আশ্রয়কেন্দ্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি

- **দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত-** পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসাবে আশ্রয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, আর এর ব্যবস্থাপনায় থাকবে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ। পরিচালনা ও সেবা দানের জন্য নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী নিযুক্ত করতে হবে। তাদের সকলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে দক্ষ করে তুলতে হবে। এছাড়াও, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর জন্য আচরণবিধি থাকতে হবে।
- **পরিবারের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জায়গা-** ঝুঁকিগ্রস্ত সকল পরিবারের স্থান সংকুলানের জন্য যথেষ্ট পরিমান জায়গার ব্যবস্থা করা জরুরি যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের সাথে বাস করতে পারে। আর আশ্রয়গুলি এমন হওয়া উচিত যাতে পরিবারগুলি রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং নারী পুরুষ উভয়ের জন্য মর্যাদাকর হয়। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারে।

- **নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা-** আশ্রয় এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস থাকতে হবে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে পানি আনার জন্য নারীকে বেশি সময় ব্যয় ও কষ্ট না করতে হয় বা অনেকদূর যেতে না হয়। এছাড়া, পৃথক গোসলখানা ও ল্যাট্রিন দরকার। আশ্রয় কেন্দ্রে গোসলখানা ও ল্যাট্রিন সম্ভব না হলে, নারী ও পুরুষের জন্য এমনভাবে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নারী গোসলখানা ও ল্যাট্রিন ব্যবহার কালে মর্যাদা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারে।
- **নারী ও শিশুর সুরক্ষা-** নারী ও শিশু এমনিতেই নির্যাতন ও যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে থাকে। দুর্যোগকালে ও নতুন জায়গায় তাদের এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। আশ্রয় কেন্দ্র এলাকায় নারী ও শিশুর সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যাবস্থা নেওয়া জরুরি।
- **সেবাসমূহে প্রবেশগম্যতা-** আশ্রয় কেন্দ্র এমন জায়গায় স্থাপন করা উচিত যতে এখানে বসবাসকারি পরিবারগুলো প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পারে, হাটবাজার করতে পারে এবং আয়রোজগারের কাজে যেতে পারে।

অধিবেশন- ০৬

এসওডি এর প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন-

- ইউডিএমসির কার্যাবলী, জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অন্তরায়/ প্রতিবন্ধকতা
- এসওডি এর প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কমিটির ভূমিকা
- সিবিও সহ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কৌশল

মোট সময় : ২ ঘন্টা

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	এসওডি এর প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ইউডিএমসির কার্যাবলী, বাস্তবানের চ্যালেঞ্জ, দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী বাস্তবায়নে কমিটির ভূমিকা	ছোট দলীয় আলোচনা	বিষয়ভিত্তিক স্লাইড/ পাওয়ার পয়েন্ট, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	৬০ মিনিট
০২	দলীয় কাজ উপস্থাপন	প্রদর্শন ও আলোচনা	দলীয় কাজের পোস্টার, বোর্ড ও মার্কার	৩০ মিনিট
০৩	সিবিও সহ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কৌশল	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	সিবিও সহ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কৌশল লিখিত পোস্টও, ফ্লিপ শীট, মার্কার	২০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	১০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: এসওডি এর প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দুর্যোগ পূর্ব চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ইউডিএমসি এর দায়িত্ব ৬০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার পর বলুন, পূর্বের অধিবেশনে আমরা জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এর গুরুত্ব, নারীর নেতৃত্ব বিকাশের অন্তরায় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি এক্ষেত্রে কমিটির সদস্য হিসাবে আমাদের বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা প্রথমে এসওডি এর জেন্ডার নির্দেশনার অংশটুকু ভালোভাবে পাঠ ও বিশ্লেষণ করে দেখবো,

বাস্তবায়নে আমাদের কাজগুলো কী? এরপর উক্ত কাজগুলো বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা বিশ্লেষণ এবং এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কমিটির সদস্য হিসেবে আমরা আমাদের ভূমিকাসমূহ নির্ধারণ করবো;

- বক্তব্যটি উপস্থাপনের পর অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করুন;
- এরপর দলীয় কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন, যেমন- ১ম দলকে দুর্যোগ পূর্ব, ২য় দলকে দর্যোগ চলাকালীন এবং ৩য় দলকে দুর্যোগ পরবর্তী কাজ, বাস্তবায়নে চ্যাজেঞ্জ ও কমিটর ভূমিকা দলীয়ভাবে আলোচনা দলীয় কাজের নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী পোস্টার পেপারে লিখতে নির্দেশনা দিন;

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী	বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ/অন্তরায়	বাস্তবায়নে কমিটির ভূমিকা

- প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং দলীয় কাজের সময় ও স্থান (টেবিল ভিত্তিক) নির্ধারণ করে দিন;
- দলীয় কাজে প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

ধাপ- ২: দলীয় কাজ উপস্থাপন **২৫ মিনিট**

- দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে একে একে দলীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে বলুন;
- উপস্থাপন শেষে অন্যান্যদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিন এক্ষেত্রে কেউ কোন পয়েন্ট সংযোজন বিয়োজন করতে চাইলে তা সকলের মতামত ও যুক্তির ভিত্তিতে করুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে আলোচনার মাধ্যমে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কমিটির কার্যক্রম এবং বাস্তবায়নে ভূমিকাসমূহ সুনিদিষ্ট করুন;
- কোন বিষয় বাদ পড়লে তা সহায়ক তথ্যের আলোকে যুক্ত করুন এবং দলীয় কাজের সারাংশ টানুন।

ধাপ- ৩: সিবিও সহ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কৌশল **২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স এর কাজ বাস্তবায়নে আমাদের আর কোন কমিউনিটিভিত্তিক দল, স্থানীয় সংগঠন, সমিতি ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কিনা?
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহ করুন এবং আলোচনা করে এসব সংগঠনের সাথে যোগাযোগের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন;
- এরপর আলোচনা করে সংগঠন ও সংগঠনসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল নির্ধারণ করুন ও পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করুন;
- কোন বিষয় বাদ পড়লে তা সহায়ক তথ্যের আলোকে যুক্ত করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই **১০ মিনিট**

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন -৬
এসওডি এর প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

৬.১ এসওডি এর প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ইউডিএমসির কার্যাবলী, বাস্তবানের চ্যালেঞ্জ, দুর্যোগপূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী বাস্তবায়নে কমিটির ভূমিকা

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সবচেয়ে আগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাড়া দিয়ে থাকে। জনগণের কাছে এদের গ্রহণযোগ্য বিশাল কেননা তাঁদের অবস্থান জনগণের কাছাকাছি। এলাকার নারী পুরুষসহ সবার সাথে এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ কাজেই ইউডিএমসি জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিরিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

দুর্যোগ পূর্ব

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী	বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ/অন্তরায়	বাস্তবায়নে কমিটির ভূমিকা
ইউডিএমসির নিয়মিত সভা ও নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	• উপস্থিতি নিশ্চত করা কঠিন • নারীর মতামত প্রদান করতে না পারা এবয় পারলেও তাপ্রতিষ্ঠা করতে না পারা	• ইউডিএমসি’র সভা গুলিতে নারীর অংশগ্রহণের বাধা সমূহ চিহ্নিতকরন ও দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রভাবিত করা; • ইউডিএমসি’র সভায় নারীর আসন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি এবং কথা বলতে পারছে কিনা, নারী কেন্দ্রীক এজেন্ডা সমূহ উপস্থাপন করতে পারছে কিনা, উপস্থাপিত এজেন্ডা সমূহ গুরুত্বের সাথে আলোচনা হচ্ছে কিনা বিষয় গুলি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	• দক্ষ নারী কর্মীর অভাব • নারীরা অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়না • নারীর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন • প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ না করা।	• স্থানীয় সেবাদান প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মাধ্যমে নারী সেচ্ছসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান • সমানুপাতিক হারে নারী পুরুষ কর্মী নিয়োগ করা; • নারী পুরুষের তথ্য পৃথকভাবে সংগ্রহ করা; • নারী বান্ধব স্থানে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা বাস্তবায়ন করা; • নারী ও পুরুষের চাহিদা পৃথকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষন করা • কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ করা; • ইউপির কর্ম পরিকল্পনায় এই কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল আপদকালীন পরিকল্পনা	• নারীর অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি না করা • নারীদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের উপযোগী পদ্ধতি প্রয়োগ না	• পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা • নারীর অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী	বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ/অন্তরায়	বাস্তবায়নে কমিটির ভূমিকা
	করা ● গতানুগতিক ভাবে কাজ করা, নারীর সমস্যা পৃথকভাবে বিবেচনা না করার সুযোগ ও মানসিকতা ● না থাকা	● পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী ও পুরুষ কর্মকে সমভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানর ব্যবস্থা করা ● দুর্যোগে নারী পুরুষ সেচ্ছাসেবীরা জেন্ডার বিষয়ক কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে তা নির্ধারণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা; ● দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নারী ও পুরুষ কর্মী ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের প্রস্তুত রাখা ● আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা এবং সেখানে নারি, পুরুষ, শিশু, বয়স্কদের চাদিা অনুযায়ী সামগ্রী মজুদ করা
জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	● জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ● নারীর অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের সুযোগ কম রাখা ● পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দের অভাব	● নারী বান্ধব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন ● কমিউনিটির নারী, পুরুষের অংশগ্রহণে ঝুঁকি চিহ্নিত করা ● জেন্ডারভিত্তিক তালিকা প্রণয়নে নারী ও পুরুষ কর্মী সমভাবে নিয়োগ ও দক্ষতা বৃদ্দির ব্যবস্থা করা ● জেন্ডার ভিত্তিক ঝুঁকির পৃথক তালিকা প্রণয়ন ● নারীর ঝুঁকি প্রাধান্য দিয়ে তা ইউডিএমসির সভায় আলোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা
জেন্ডার সংবেদনশীল ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা, কমিউনিটির আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা ও জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;	● নারীর চাহিদা পৃথকভাবে বিবেচনায় না আনার মানসিকতা ● অংশগ্রহণর প্রয়োজনীয়তা ও অংমগ্রহণের উদ্যোগ না নেয়ার মাসিকতা ● নারীর জন্য উপযোগী পরিকল্পনার স্থান নির্বাচন করা ● দক্ষ নারী কর্মীর অভাব	● পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নারীর উপযোগী স্থান নির্বাচন করা ● স্থানীয়ভাবে নারী কর্মীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ● নারী পুরুষের সমানুপাতিক হার নিশ্চিক করা ● স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিদের অশগ্রহণ নিশ্চিত করা ● বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নারী কর্মী ও স্থানীয় শিক্ষিত বা দক্ষ নারী সম্পৃক্ত করা ● জরুরি সাড়াদানের সাথে জন্য নারী ও পুরুষের সমতাভিত্তিক দল গঠন ও তাদেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ● আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান ও চাহিদা অনুযায়ী সুবিধাদি পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা
কমিউনিটিতে জেন্ডার সংবেদনশীল সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি	● উপযোগী স্থান নির্বাচন না করা ● নারীর কর্মীর অভাব ● কার্যক্রম পরিচালনার গাইড লাইন না থাকা	● নারীর অংশগ্রহণে নারীর উপযোগী স্থান নির্বাচন করা ● স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্টানের দক্ষ নারী ও পুরুষ কর্মীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা ● ইপজেলা দুর্যোগ ও ত্রাণ কর্মকর্তা/ইউপি

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী	বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ/অন্তরায়	বাস্তবায়নে কমিটির ভূমিকা
		পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নীতিমালার আলোকে গাইড লইন প্রণয়ন • সচেতনতা কার্যক্রমে দুর্যোগকারে নারীদের কী সমস্যা হয়, কিভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে নারীর বর্তমান সক্ষমতা এবং মোকাবেলার জন্য কী ধরনের সক্ষমতা প্রয়োজন আলোচনা করতে হবে

দুর্যোগ চলাকালীন

কার্যাবলী	বাস্তবায়নের অন্তরায়	বাস্তবায়নের সুযোগ
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ সতর্ক বার্তা ও তা নারীদের কাছে পৌছানো	• নারী বান্ধব বার্তা প্রদান ও এ কাজে নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা না থাকা ও জ্ঞানের অভাব	• সরকারী আদেশ অনুযায়ী স্থানীয় সেচ্ছাসেবীর নারী পুরুষের হার বৃদ্ধি করা • সতর্ক বার্তা প্রচারে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা • নারী ও পুরুষ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা • উপজেলা দুর্যোগ ও ত্রাণ কর্মকর্তার সহায়তায় নারীর উপযোগী সতর্ক বার্তা প্রণয়ন ও পাড়াভিত্তিক প্রচারের ব্যবস্থা করা • প্রচারের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের সমান সুবিধাদি প্রণয়ন করা
গর্ভবতী নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ও ঝুঁকিগ্রস্থদেও আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা	• কর্মী স্বল্পতা, দক্ষতা অভাব • সতর্ক বার্তা না পাওয়া	• সেচ্ছাসেবকর সংখ্যা বৃদ্ধি • পাড়া ভিত্তিক দল গঠন করা • দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ
খাবার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা	• চাহিদাভিত্তিক খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা	• পূর্ব থেকেই স্থানীয় সেবা সংগঠনগুলোর সাথে যোগায়োগ করা • চাহিদা ভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করা • স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসহ সবার সহযোগিতা নিশ্চিত করা • জনগোষ্ঠির সহায়তায় আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	• প্রশিক্ষিত লোকবলের স্বল্পতা	• কমিউনিটি পুলিশকে সম্পক্ত করা • আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করা
আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	• পূর্বে গুরুত্ব না দেয়া • পরিকল্পনা না থাকা • বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের অভাব • আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নারীর চাহদা, অংগ্রহণ ও মটিরিং এ নারীকে সম্পৃক্ত না	• আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপা নীতিমালা অনুসরণ • নারী সেচ্ছাসেবকদের সমপৃক্ত করা • নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধিদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা

কার্যাবলী	বাস্তবায়নের অন্তরায়	বাস্তবায়নের সুযোগ
	করা	• বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পূর্ব থেকেই যোগাযোগ করা • সুবিধাদি পরিদর্শন করা
কাজ পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং করা	• কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ না করা	• মনিটরিং দল গঠন করা

দুর্যোগ পরবর্তী

কার্যাবলী	বাস্তবায়নের অন্তরায়	বাস্তবায়নের সুযোগ
প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে উদ্ধার কাজ পরিচালনা;	• নারীদের অংশগ্রহণ কম • সঠিক তথ্য প্রদান না করা	• গ্রাম/এলাকা ভিত্তক দক্ষ নারী সেচ্ছাসেবক তৈরি
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ- পরবর্তী চাহিদা নিরুপণ টুলস তৈরি	• নারীর চাহিদার জন্য পৃথক চাহিদা নিরুপণ টুল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য ও ধারণা না থাকা • লোকবল স্বল্পতা, স্থানীয় নারী সেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত না করা	• নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে চাহিদা নিরুপণ করা • উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিয়ে নিয়ে চাহির নিরুপণের জন্য নারীর চাহিদাভিত্তিক প্রশ্নমালা তৈরি করা • স্থানীয় সেবা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ নারী কর্মীদের সহায়তা নেয়া • দরিদ্র নারী অংশগ্রহণ ও তাদের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া
দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও সম্পদ সংগ্রহ	• নারীর দক্ষতার অভাব, অংশগ্রহণের আগ্রহ কম	• এ ধরনের প্রশিক্ষণসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা • বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় দক্ষ নারীদের সম্পৃক্ত করা
ত্রাণ বিতরণ ও সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা; নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা	• গতানুগতিক ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থা • হীরীর অংশগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত না করা মতামত	• নারীর অংশগ্রন নিশ্চিত করা • নারী, শিশু ও বয়স্কদের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া • সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;	• প্রশিক্ষিত লোকবলের ঘাটতি	• কমিউনিটি পুলিসের সহয়তা গ্রহণ করা
অবকাঠামো মেরামত/নির্মাণ করা;	• অর্থের অভাব • নারীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা না করা	• নারী ঝুঁকি, চাহিদা বিবেচনায় নেয়া
পরিবীক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত করা	• দক্ষতার অভাব	• দক্ষতা বৃদ্ধি করা • অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া

৫.৫ জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নের অন্তরায়

নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের মূল ভেদ রেখা হল, যে সব সামাজিক কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় সেগুলো পুরুষের এখতিয়ারে; আর যে সব কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় না সেগুলো নারীর কাজ হিসাবে ধরা হয়। প্রাথমিকভাবে পুরুষের ভূমিকা হলো পরিবারে টাকা-পয়সা যোগান দেওয়া। তাদেরকে পরিবারের 'অন্নদাতা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়- তারা উপার্জন করে পরিবারের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে, নারীদের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো

গৃহস্থালি কার্যাবলী সম্পাদন করা ও পরিবারের সদস্যদের পরিচর্যা করা। তাদেরকে উৎপাদক হিসেবে নয়, ভোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনীতির মাপকাঠিতে নারী তেমন কোন অবদান রাখে না, এই ধারণা থেকে নারীকে পুরুষের বোঝা মনে করা হয়। আর পরিবারে ও সমাজে নারীর অবস্থান হয় পুরুষের অধস্তন।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারীর গৃহস্থালি কার্যাবলীই পুরুষের উৎপাদনমূলক কাজের ভিত্তি। তবে, নারী বাড়িভিত্তিক বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ করে থাকে, যেমন- বাড়ির পাশে সবজি বাগান, হাঁস-মুরগী পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। যদিও নারীর এসব কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা হয় না, কিন্তু পরিবারের অর্থনীতিতে এগুলো সরাসরি অবদান রাখে। এছাড়া, অর্থ উপার্জনের জন্য নারী অনেক উৎপাদনমূলক কাজ করে থাকে। এজন্য তারা বাইরে যায়; এবং যেসব কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন আছে সেগুলো তারা করে থাকে।

পুরুষই হলো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী, এই ধারণা এতই প্রবল যে, অর্থনৈতিক কাজে নারীর সম্পৃক্ততা খুব কমই স্বীকার করা হয়। তাই গৃহস্থালি কাজ করার পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজ হিসেবে নারীকে বাইরের কাজ করতে হয়; নতুবা সমাজ তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন না করায় তাকে দোষারোপ করতে পারে।

৬.২ সিবিও সহ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কৌশল

কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসহ স্থানীয়ভাবে অনেক সেবা সংস্থা কাজ করে। আমরা জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে এ ধরনের সংগঠনগুলোর সহায়তা নিতে পারি। এছাড়া একাজটি এককভাবে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা কঠিন। সরকারী বেসরকারী এসব স্থানীয় সংগঠনসমূহ জগোষ্ঠিকে অনেক ধরনের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান কওে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান রযেছে যারা কমিুনিটি পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন কওে থাকে। অপরদিকে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন গুলো কমিউনিটির যেকোন প্রয়োজনে প্রথমেই এগিয়ে আসে। কাজেই এদেরকে অন্তর্ভুক্ত কওে পরিকল্পনা ও কাজ করলে তা থেকে সুফল পাওয়া সম্ভব হবে।

সম্পর্ক স্থাপনে যা করণীয়

- নিজেজের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা;
- সংগঠনগুলো সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;
- বিভিন্নকর্মসূচিতে সম্মাজনক অন্তর্ভুক্ত করা/আমন্ত্রণ জানানো;
- সেবা সংগঠনের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করা;
- সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগোঠিকে অবহিত করা;
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে দয়িত্ব প্রদান করা।

অধিবেশন- ০৭
জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ব্যাক্তিগত ও কমিটির জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ৩০ মিনিট

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
কর্ম পরিকল্পনার ছক উপস্থাপন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন	প্রদর্শন, আলোচনা ও ছক পূরণ	কর্ম পরিকল্পনা ছক, ফ্লিপসীট ও মার্কার	২০ মিনিট
কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন	উপস্থাপন ও আলোচনা,	কর্ম পরিকল্পনা	১০ মিনিট

ধাপ-০১ : কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন **সময় : ২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন, আমরা একটু আগে দলীয়ভাবে আলোচনা করে এসওডি এর আলোকে আমাদের কার্যাবলী ও তা বাস্তবায়নে কমিটির ভূমিকা নির্ধারণ করেছি, এ পর্যায়ে আমরা আমাদের নিরুপিত কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে কী কী কাজ আগামী ৬ মাসে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং যা আমরা করতে সক্ষম হব সেভাবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো;
- কর্ম পরিকল্পনার ছক উপস্থাপন করে কিভাবে তা পূরণ করবে তা বুঝিয়ে দিন;
- প্রয়োজনে ২/১টি কাজের উদাহরণ দিয়ে তা কিভাবে পরিকল্পনঅ ছকে অন্তরর্ভুক্ত করবে তা বলে দিন;
- পরিকল্পনা ছকটি প্রদান করে তা পূরণ করতে সময় নির্ধারণ করে দিন;

ধাপ-০২ : কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন **সময় : ১০ মিনিট**

- নির্ধারিত সময় শেষে পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন;
- মতামত ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ এবং নিজেও মতামত দিন;
- উপস্থাপন আলোপচনা শেষে পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করুন।

অধিবেশন- ৭

জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক নং	কাজ	সংখ্যা	কিভাবে করবো	দায়িত্ব

কোর্স পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপনী

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা সুনির্দিষ্ট করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘটাবেন

মোট সময় : ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা	লটারি ও আলোচনা	আলোচ্য বিষয় লিখিত কাগজের টুকরা	৩০ মিনিট
০২	প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন	মূল্যায়নপত্র পূরণ	অঙ্গীকার ও মূল্যায়নপত্র	১০ মিনিট
০৩	প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি			০৫ মিনিট

পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ০১ : প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা **৩০ মিনিট**

- অধিবেশনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।
- পূর্বে তৈরিকৃত আলোচ্য বিষয় লিখিত চিরকুট বা কাগজের টুকরা একটি বাক্সে রাখুন (যা প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়েছে তার ভেতর থেকে)।
- বাক্সটি ভালভাবে ঝাঁকিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে উঠে এসে একটি কাগজের টুকরো তুলতে বলুন।
- এরপর টুকরো কাগজে প্রাপ্ত বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা থেকে কী শিখেছে তা বলতে বলুন
- এক পাশ থেকে শুরু করুন বা যে আগে বলতে চায় তার দিক থেকে শুরু করুন।
- সবাই যাতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে মূল শিখনটি বলতে পারেন সে ব্যাপারে সহায়তা করুন।
- কোন অংশগ্রহণকারী সঠিকভাবে বলতে না পারলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে যদি কেউ বলতে চায় তাকে বলতে দিন অথবা নিজে ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ০২ : প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী **১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়নপত্র প্রদান করে তা পূরণের নিয়ম বলে দিন। নির্ধারিত সময় শেষে পূরণকৃত মূল্যায়পত্র সংগ্রহ করুন
- অঙ্গীকারপত্র পূরণে প্রয়োজনে সহায়তা করুন।
- এ পর্বে কোন অতিথি থাকলে তাকে সমাপনী বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোর্স সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য - প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফরম

ক্রম	বিষয়	প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন দিন			মন্তব্য
		ভালো	মোটামুটি	ভালো না	
১.	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয় কেমন লেগেছে				
২.	প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ কেমন লেগেছে				
৩.	যে পদ্ধতি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে তা কেমন লেগেছে				
৪	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ কেমন ছিল				
৫	সহায়কদের উপস্থাপনা কেমন লেগেছে				
৬.	প্রশিক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মান কেমন ছিল				

কোর্স সম্পর্কে অতিরিক্ত মন্তব্য/সুপারিশ থাকলে লিখুন: